আপনার যাকাতে যাদের হক রয়েছে

হাবীবুল্লাহ মাহমুদ

بسم الله الرحمن الرحيم

আপনার যাকাতে যাদের হক রয়েছে

হাবীবুল্লাহ মাহমুদ

প্রকাশনায়ঃ আখীরুজ্জামান গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ

আপনার যাকাতে যাদের হক রয়েছে

লেখকঃ হাবীবুল্লাহ মাহমুদ

গ্রন্থসত্ত্বঃ আখীরুজ্জামান গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ।

সংকলকঃ জিহাদুল ইসলাম।

কম্পিউটার কম্পোজঃ মুসাফির হাবিব, সালমান আল ফারসি।

প্রথম প্রকাশঃ ২৫শে এপ্রিল, ২০২১ ঈসায়ী, ১২ই রমাদান, ১৪৪২ হিজরি।

প্রকাশনায়ঃ আখীরুজ্জামান গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ

বাধাইঃ

মুদ্রণঃ

হাদিয়াঃ ৭০ (সত্তর) টাকা মাত্র।

ওয়েবসাইটঃ http://www.gazwatulhind.com, http://www.jihadinur1.ga
ফেসবুকঃ http://facebook.com/mahmudgazwatulhind/
যোগাযোগঃ anonymoustigers@protonmail.com

APNAR ZAKATE JADER HAQ ROYECHE BY HABIBULLAH MAHMUD, EDITING JIHADUL ISLAM. PUBLISHED BY AKHIRUJJAMAN GOBESHONA KENDRA, BANGLADESH. COPYRIGHT: PUBLISHER. PUBLISHED: 25TH APRIL, 2021 ISAYI, 12TH RAMADAN, 1442 HIJRI.

সংকলকের কথাঃ

আলহামদুলিল্লাহি হামদান কাছীরন ইলা ইয়াউমিদ্দীন আম্মা বা'দ,

পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করতেছি যিনি আমাদের ও সব সৃষ্টিকুলের প্রতিপালক, যিনি ন্যায় বিচারক ও বিচার দিনের মালিক যার সিদ্ধান্তে কোন ভুল নেই এবং তার ওয়াদা সত্য আর তা অতি শীঘ্রই বাস্তবায়িত হবে। লক্ষ কোটি সালাম ও দুরুদ ইমামুল মুরসালীন, খতামুন নাবী'য়ীন হযরত মুহাম্মাদ (ছল্লালহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রতি এবং তার পরিবার গণের প্রতি, সাহাবাদের প্রতি, শুহাদাগনের প্রতি ও সত্যের সৈনিকদের প্রতি।

এটাই শেষ জামানা, যেখানে সত্যকে মিথ্যায় আর মিথ্যাকে সত্যে রুপান্তর করা হচ্ছে। মানুষ ডুবে আছে পাপাচারে, অন্ধবিশ্বাসে আর এটাই সেই সময় যখন আল্লাহ আমাদেরকে আযাবের দ্বারা ধবংস করে দিবেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কুরআনে বলেন-

এমন কোন জনপদ নেই, যাকে আমি কিয়ামত দিবসের পূর্বে ধ্বংস করব না অথবা যাকে কঠোর শাস্তি দেব না। এটা তো গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে।

- সূরা বানী-ইসরাঈল (الإسرا), আয়াত: ৫৮

কিন্তু এই ধ্বংস আগের সেই বানী ইসরাঈল জাতি, সামুদ জাতি, 'আদ জাতি আর লুত নবীর (আঃ) জাতির মত না। আমাদের শেষ নবী (ছল্লালহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এসেছেন আমাদের জন্য রহমত হিসেবে তাই আমাদেরকে সমূলে ধ্বংস করবেন না এবং আকাশ থেকেও আযাব দিবেন না। এই আযাব দিবেন আমাদের উপর শত্রু চাপিয়ে দিয়ে। তাদের মাধ্যমে আমাদের আযাব দিবেন। আর হাদিসের বর্ণিত ফিতনার যুগ এটাই। আর কিসের অপেক্ষা আযাব আসার? উম্মত বুঝতে বুঝতে অনেক দেরি হয়ে যাবে এবং বেশির ভাগই সতর্ককারীকে

মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে। আর আল্লাহ প্রত্যেক জাতিকে আযাব দেওয়ার আগে সেখানে সতর্ককারী পাঠায়। এটাই আল্লাহর নিয়ম। আগামীতে ধেয়ে আসা এই আযাব থেকে বাচতে হলে পাপাচার, অন্ধবিশ্বাস, পীরপূজারী ত্যাগ করে ইসলামে পুরোপুরিভাবে ঢুকতে হবে এবং করনীয়গুলো মানতে হবে যাতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের এই আযাব থেকে মুক্তি দেয় এবং এই মুক্তি যেন হয় দ্বীন ইসলামের সাহায্য করার মাধ্যমে কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "যে তার দ্বীনের সাহায্য করবে আল্লাহ তার সাহায্য করবে!" সুবহানাল্লাহ!
(আল্লাহ আমাদের সবাইকে এই কথাগুলো বুঝার তৌফিক দান করুন। আমীন।)

"আপনার যাকাতে যাদের হক আছে" – শিরোনামের বইটি এ যুগের যাকাত নিয়ে লেখা সমগ্র বইগুলোকে ছাড়িয়ে গেছে। বইয়ের লেখা পড়ে যে কেউই বুঝতে পারবেন লেখক সাধারণ কেউ নয়। আর আমি বলবো, অবশ্যই এই লেখকের অন্য বইগুলোও সবার পড়া উচিত এবং এই লেখকের আরো পরিচয় জানার জন্য উৎসুক হওয়া উচিত। লেখক এই বইয়ে প্রকৃত যাকাত বিষয়ে ও বর্তমান সমাজের যাকাতের অবস্থা নিয়ে সত্য ও হক কথা প্রকাশ করে তার হক হওয়ার প্রমাণ দিয়েছেন। আমাদের সমাজে-রাষ্ট্রে ছলাত ও সাওম যতটুকু প্রতিষ্ঠিত রয়েছে তার চেয়ে খুবই কম প্রতিষ্ঠিত এই যাকাত। আর সেই যাকাতের মধ্যেও রয়েছে অনেক বিভ্রান্তি। ইসলামের ৫টি স্তম্ভের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হচ্ছে যাকাত। আর কুরআনে ছলাত কায়েমের সাথেই যাকাত প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে বারবার। তাই এই যাকাত সম্পর্কে মুসলিম উম্মাহকে সুষ্ঠু ও সুস্পষ্ট একটি ধারণা দিতেই এই বইটি সংকলনে খুবই আগ্রহী হই।

- জিহাদুল ইসলাম
http://t.me/anmdak

সূচিপত্র

--০--

লেখক পরিচিতিঃ

নামঃ মাহমুদ, ডাকনামঃ জুয়েল মাহমুদ, তার স্বজনদের অনেকে তাকে সোহেল নামেও ডাকে এবং তিনি এদেশে "হাবীবুল্লাহ মাহমুদ" নামেই পরিচিত।

পিতাঃ আব্দুল কাদের বীন আবুল হোসেন, এবং জননীঃ সাহারা বিনতে রিয়াজ উদ্দিন।

তার পিতা মাতার দিক থেকে কয়েক জন উর্দ্ধতন পুরুষের নামঃ

পিতার দিক হতেঃ আব্দুল কাদের বীন আবুল হোসেন বীন আব্দুল গফুর বীন খবীর বীন আব্দুল বাকী বীন নজির বীন মোল্লা আব্দুছ ছাত্তার মুরশিদাবাদী।
মাতার দিক হতেঃ সাহারা বীনতে রিয়াজ উদ্দিন বীন ইব্রাহীম বীন কাসের মোল্লা ওরফে কালু মোল্লা বীন বাহলুল বীন নূরউদ্দিন হেরা পাঠান, যিনি পাকিস্থানের বেলুসকিস্তানের অধিবাসী ছিলেন।
জন্মঃ তিনি ১৪১৬ হিজরীর জুমাদিউল আওয়াল মাসের ৬ তারিখ সকালে নাটোরের বাগাতিপাড়া উপজেলার পাকা ইউনিয়নের অর্ন্তগত উত্তর গাঁওপাড়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন।

শিক্ষা জীবনঃ তিনি স্থানীয় সালিমপুর মালিগাছা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত লেখা পড়া করেন। অতঃপর তার নানার সহযোগীতায় স্থানীয় গাঁওপাড়া হাফেজিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং সেখান থেকে কুরআনের নাজরানা শেষ করে কিছু অংশ মুখস্তও করেন তিনি। অতঃপর বড় বাঘা মাদরাসায় ভর্তি হয়ে সেখান থেকে তিনি ইসলামের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন।

ভূমিকা

ইন্নাল হামদাল্লাহী, নাহমাদুহু ওয়ানু ছল্লি ‘আলা রসূলিহিল কারীম আম্মাবাদ- যাবতীয় প্রসংসা মহান আল্লাহ তা’য়ালার যিনি বিশ্ব জগতের প্রতিপালক। যিনি আমাকে উম্মাতুল মুসলিমাদের উদ্দেশ্যে। বিশেষ করে এদেশের মুসলমানদেরকে অবগত করানোর লক্ষে- এবং যাকাত প্রদানের বাস্তব সিমারেখা উপস্থাপনের মাধ্যমে “আপনার যাকাতে যাদের হক রয়েছে” নামে ক্ষুদ্র বইটি লেখার বিশেষ অনুগ্রহ দান করেছেন। ছলাত ও ছালাম বর্ষিত হোক, বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত ইমামুল মুত্ত্বাকীন, সাইয়্যিদুল মুরসালিন, খতামুন্নাবিয়্যিন মুহাম্মাদ (ﷺ)- এর প্রতি। তার আহলে বাইয়াতের প্রতি এবং তাঁর সঙ্গি-সাথীদের প্রতি। অতঃপর যখন এদেশের মুসলমানগণ যাকাত প্রদানের খাত সম্পর্কে একেবারেই উদাসিন হয়ে গেছে, যখন যাকাত প্রদানের নামে এদেশের অধিকাংশই মুসলমান যাকাতের ব্যাপারে শরীয়ত লংঘনের মত অপরাধে শামিল হয়ে পড়েছে। যখন এদেশের মাসজিদের ইমাম সাহেব, খতীব সাহেব ও ইসলামী বক্তাগণ কুরআন হাদিস থেকে ছলাত আদায়ের সঠিক নিয়ম সম্পর্কে ওয়াজ-নছীহত করছে ঠিকই। কিন্তু যাকাত আদায়ের সঠিক নিয়ম সম্পর্কে আলোচনা করতে একেবারেই পাশ কাটিয়ে চলেছে, সামান্য কিছু ওয়ালামাগণ ব্যতিত। যখন এদেশের শাসকবর্গ যাকাতের পরিবর্তে সুদকে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক মূলকাঠামো হিসেবে বেছে নিয়েছে। ফলে এদেশের জনসাধারনের জীবন-জীবিকা দূর্বিসহ হয়ে পড়েছে। ক্রমান্বয়ে এদেশে দরিদ্র ও ভিক্ষুকের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। যখন এদেশের মুসলমানদের কর্জে হাসানার অর্থাৎ উত্তম দানের পরিবর্তে বিভিন্ন এনজিও ব্যাংকগুলো থেকে সুদের উপর ঋণ দেওয়া হচ্ছে। ঠিক তখন এদেশের বর্তমান পরিবেশ ও অবস্থার প্রেক্ষিতে যাকাত প্রদানের নিয়ম ও উপকারিতা সম্পর্কে মুসলিম উম্মাহকে অবগত করানোর জন্য কিছু না লেখে বিবেককে সান্ত্বনা দিতে পারলাম না। কাজেই ইসলামের বাস্তব কথা বুলন্দ আওয়াজে বলতে গিয়ে বর্তমান কারাবন্দি জীবন অতিবাহিত করার মধ্যে দিয়েও মুসলিম উম্মাহর কল্যান কামনায় “আপনার যাকাতে যাদের হক রয়েছে” পুস্তকটি লেখা সম্পূর্ণ করিলাম। মহান আল্লাহ তা’য়ালা যেন উক্ত

পুস্তকখানাটি পাঠকদের সারমর্ম বুঝে পড়ার ও আমাল করার তাওফিক দান করেন। আমীন। সেই সাথে যে সকল ভাইয়েরা উক্ত পুস্তকখানা প্রকাশের জন্য আমাকে সার্বিক ভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাদের জন্যও মহান আল্লাহ তা'য়ালার নিকট কল্যানের দু'য়া করি। অতঃপর, বইটি লিখতে পর্যাপ্ত গ্রন্থ সহযোগীতা না পাওয়ায় বা নিজের অজান্তেই কিছু ভুল হয়ে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। কাজেই বইটি পড়ে কোন পাঠকের ভুল দৃষ্টিগোচর হইলে। অবশ্যই নিচে উল্লেখিত "মন্তব্য শাখায়" আপনার পরামর্শ অবগত করিবেন। বইটির ২য় সংস্করনে- বইটির সংশোধন কাজকে গুরুত্ব দেওয়া হইবে।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের সকলকেই যাকাত প্রদানের হকদারকে সঠিক ভাবে হক আদায় করার তাওফিক দান করুন। আমীন।

নিবেদক

লেখক- হাবীবুল্লাহ মাহমুদ

মূল আলোচনা

ইন্নাল হামদাল্লাহী, নাহমাদুহু ওয়ানু ছল্লি 'আলা রসূলিহিল কারীম। আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বনির রজীম- ফা ক্বলাল্লহু তা'য়ালা, বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম-

ইন্নামাছ ছদাক্ব-তু লিলফুক্বরো-ই, ওয়াল মাসা-কী-নি ওয়াল 'আ-মিলীনা 'আলাইহা-ওয়াল মুআল্লাফাতি ক্বুলূবুহুম ওয়াফির রিক্বো-বি ওয়াল গ-রিমীনা ওয়া ফী সাবীলিল্লা-হি ওয়াব নিস সাবীলি ফারীদতাম মিনাল্লাহি ওল্লাহু 'আলীমুন হাকীম। (সূরাতুত তাওবাহ)

'আন ইবনু আববা-সিনা রদিয়াল্লাহু আনহুমা ক্ব-লা, ক্ব-লা রসূলুল্লাহি (ﷺ) লিমু 'আ-জিবনি জাবালিন হীনা বা'আছাহু ইলাল ইয়ামানি ইন্নাকা ছাতা'তী ক্বওমান আহলা কিতা-বিন ফা ইজা- জ্বি' তাহুম ফাদ'উহুম ইলা আন ইয়াশহাদু আন লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান রসূলুল্লা-হি ছল্লালাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাইনহুম আত্বো-'য়ুলাকা বিজালিকা ফাআখ্‌বির্ হুম আন্নাল্লা-হা ক্বদ ফারোদ্বো 'আলাইহিম খমসা ছলাওয়া-তিন ফী-কুল্লি ইয়াওমিন ওয়া লাইলাতিন ফাইনহুম আত্বো-'উ-লাকা বিজালিকা ফাআখ্‌বির্ হুম আন্নাল্লা-হা ক্বদ ফারোদ্বো 'আলাইহিম ছদাক্বোতাং তু' খজু মিন আগনিইয়া-ইহিম ফাতুরদ্দু 'আলা ফুক্বোর-ইহিম ফাইনহুম আত্বো-'য়ুলাকা বিজালিকা ফা ই-য়া-কা ওয়াকারো-ইমা আম ওয়া-লিহিম ওয়াততাক্বি দা'ওয়াতাল মাজলু-মি ফা ইন্নাহু লাইসা বাইনাহু ওয়া বাইনাল্লা-হি হিজা-বুন। রওয়াহুল বুখ-রী, (১৪৯৬), ওয়া বা'দু-

হে পাঠকবৃন্ধ! আলোচ্য বিষয়- "আপনার যাকাতে যাদের হক রয়েছে" এর পক্ষে আমি কুরআনুল কারীম থেকে সূরাতুত তাওবাহ এর ৬০ নং আয়াত ও ছহীহ বুখারী থেকে একটি হাদিছ উল্লেখ করেছি। যা দ্বারা সুস্পষ্ট বোঝা যায়- যাকাত কাদের জন্য। উল্লেখিত আয়াতে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'য়ালা তাদের কথা উল্লেখ করেছেন। "আপনার যাকাতে যাদের হক রয়েছে"। যার সরল অনুবাদ হলো- কেবল মাত্র ছদকাহ অর্থাৎ যাকাত ফকীর, মিসকীন, তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারী, দ্বীনের জন্য যাদের মন আকর্ষণ করা প্রয়োজন তাদের জন্য, ও দাস মুক্তিতে ও ঋণ গ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথে এবং মুসাফিরদের জন্য। এটা ফরজ

করা হয়েছে আল্লাহর পক্ষ হতে। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়। (সূরা তাওবাহ, আ: ৬০)

উক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাদের পরিচয় তুলে ধরেছেন, যারা যাকাতের প্রকৃত হকদার। যেখানে যাকাত দানের আটটি খাত উল্লেখ করেছেন। ১। লিলফুকরো-ই, অর্থাৎ ফকীরদের জন্য। ২। ওয়াল মাসাকীনি- অর্থাৎ মিসকিনদের জন্য। ৩। ওয়াল আমিলীনা- অর্থাৎ যারা যাকাত সংগ্রহের কাজে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী রয়েছে তাদের জন্য। ৪। ওয়াল মুয়াল্লাকাতি কুলুবুহুম- অর্থাৎ যাদের মন আকর্ষণ করা প্রয়োজন তাদের জন্য। ৫। ওয়াফির রিক্কো-বি, অর্থাৎ দাশ মুক্তির জন্য। ৬। ওয়াল গরিমিনা -অর্থাৎ ঋনগ্রস্তদের জন্য। ৭। ওয়া ফী সাবিলিল্লাহি- অর্থাৎ আল্লাহর পথে। ৮। ওয়াব নিস সাবিলি- অর্থাৎ মুসাফিরদের জন্য।

যা শুধু এই আট শ্রেণীর মানুষদেরই হক। যদিও উক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা ছদকাহ বলে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তার পূর্বেই মহান আল্লাহ তা'য়ালা إِنَّمَا শব্দ অর্থাৎ কেবল মাত্র উল্লেখ করে এই ছদাকাকে আটটি শ্রেণীর মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন।

ছদকাহ দুই (০২) প্রকার। যথাঃ

১। ফরজ ছদকাহ, যেটাকে মহান আল্লাহ তা'য়ালা কুরআন মাজীদের অন্যান্য আয়াতে যাকায়াত বলে উল্লেখ করেছেন। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, তোমরা ছলাত কায়েম কর আর যাকাত প্রদান কর। আর রুকু করো রুকুকারীদের সাথে। (সূরা বাক্বরহ- আ: ৪৩) যা আট শ্রেনীর মানুষ ছাড়া অন্যদের জন্য গ্রহণ করা বৈধ হবে না।

২। নফল ছদকাহ যা কোন বিশেষ শ্রেণীর মানুষের মাঝে সীমাবদ্ধ নয়।

আরবী অভিধানে আল্লাহর ওয়াস্তে সম্পদের যে অংশ ব্যয় করা হয়। তাকে ছদকা বলা হয়। ইমাম রাগব (রহি:) মুফরাদাতুল কুরআন গ্রন্থে বলেন, দানকে ছদকা বলা হয় এজন্য যে, দানকারী প্রকারান্তরে দাবি করে যে, কথা ও কাজে সে সত্যবাদী এবং কোন পার্থিব স্বার্থে

নয়; বরং আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই তার এই দান-খয়রাত। বস্তুত যে দানের সাথে দুনিয়ার স্বার্থ বা রিয়াকারী যুক্ত থাকে, কুরআন সে দানকে ব্যর্থ বলে গন্য করেছে। (তাফসিরে আনোয়ারুল কুরআন- ২য় খন্ড পৃ: ৬১১)

ছদকা শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। নফল ও ফরজ উভয় দানই এতে শামিল রয়েছে। নফলের জন্য শব্দটি প্রচুর ব্যবহার। তেমনী ফরজ ছদাকার ক্ষেত্রেও কুরআনের বহু স্থানে শব্দটির ব্যবহার রয়েছে। আল্লামা কুরতুবী (রহি:)-এর তত্ত্বমতে কুরআন মাজীদে যেখানে "শুধু ছদকা" শব্দের ব্যবহার রয়েছে, সেখানেই ফরজ ছদকাহ অর্থাৎ যাকাত উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। আবার কতিপয় হাদিছে ছদকা বলতে প্রত্যেক সৎ কর্মকেও বুঝানো হয়েছে। যেমন হাদিছে উল্লেখ আছে-

আবু মূছা আশ'আরী (রা:) বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, প্রতিটি মুসলিমের ছদাকাহ করা উচিৎ। সাহাবীগণ আরয করলেন, কেউ যদি ছদকাহ দেবার মত কিছু না পায়? তিনি বললেন, সে ব্যক্তি নিজ হাতে কাজ করবে, এতে নিজেও লাভবান হবে, ছদকাও করতে পারবে। তারা বললেন, যদি এরও ক্ষমতা না থাকে? তিনি বললেন, কোন বিপদগ্রস্থকে সাহায্য করবে। তারা বললেন, যদি এতটুকুরও সামর্থ্য না থাকে? তিনি বললেন, এ অবস্থায় সে যেন সৎ কাজ করে এবং অন্যায় কাজ হতে বিরত থাকে। এটা তার জন্য ছদাকা বলে গন্য হবে। (ছহীহ বুখারী- ১৪৪৫)

অন্যান্য হাদিছে উল্লেখ আছে কোন মুসলমানের সাথে হাসি মুখে সাক্ষাত করাও ছাদকা, কোন বোঝা বহনকারীর কাধে ভার তুলে দেওয়াও ছদকা, কূপ থেকে নিজের জন্য উত্তোলিত পানির কিছু অংশ অন্যকে দান করাও ছদকা।

সুতরাং, উক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা ফরজ ছদকা অর্থাৎ যাকাত কেই বুঝিয়েছেন। আর সকল প্রকার ছদাকার মধ্যে এক মাত্র যাকাতই কেবল নির্দিষ্ট কিছু শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছেন মহান আল্লাহ তা'য়ালা। আর এই যাকাতটিই ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে ২য় ও অন্যতম একটি স্তম্ভ।

একটি রাষ্ট্রে যাকাতের প্রয়োজনীয়তা

আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেন, ইসলামে স্তম্ভ ৫টি- এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর বান্দা ও রসূল। ছলাত প্রতিষ্ঠিত করা ও যাকাত প্রদান করা। রমাদান মাসে সিয়াম পালন করা এবং বায়তুল্লাহতে হাজ্জ পালন করা। (ছহীহ বুখারী- ১ম খন্ড ও ছহীহ মুসলিম)

আর এই যাকাত প্রদানকারীর ব্যাপারে স্বয়ং মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَٰتِ وَأَقَامُوا الصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا الزَّكَوٰةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.

নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, আর ছলাত কায়েম করেছে ও যাকাত প্রদান করেছে তাদের জন্য রয়েছে তাদের পুরষ্কার তাদের প্রতিপালকের নিকট। আর তাদের নেই কোন ভয় এবং তারা দুঃখিতও হবে না। (সূরা বাক্বরহ- আ: ২৭৭)

যাকাতের গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে খলীফাতুর রসূল হযরত আবু বকর (রা:) বলেন, আল্লাহর শপথ! তাদের বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই আমি যুদ্ধ করবো- যারা ছলাত ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে। কেননা, যাকাত হলো সম্পদের উপর আরোপিত হাক্ব। আল্লাহর কসম! যদি তারা একটি মেষ শাবক যাকাত দিতেও অস্বীকৃতি জানায় যা আল্লাহর রসূলের কাছে তারা দিত, তাহলে যাকাত না দেয়ার কারণে তাদের বিরুদ্ধে আমি অবশ্যই যুদ্ধ করবো। উমার (রা:) বলেন, আল্লাহর কছম, আল্লাহ আবু বাকর (রা:)- এর হৃদয়ে বিশেষ জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করেছেন বিধায় তার এ দৃঢ়তা, এতে আমি বুঝাতে পারলাম তাঁর সিদ্ধান্তই যথার্থ। (ছহীহ বুখারী- ২য় খন্ড হা: ১৪০০; মুসলিম- হা: ২০; মুসনাদে আহমাদ হা: ২৪১০৮)

সুতরাং, যাকাত হলো মুসলিম উম্মাহর জন্য একটি অপরিহার্য আমল। যা সামর্থবানদের জন্য প্রদান করা আবশ্যকীয়। যাকাতের মাধ্যম দিয়েই মুসলিম বিশ্বে ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসা বৃদ্ধি হয়, দারিদ্রদের হক সঠিকভাবে আদায় হয়। আর একটি মুসলিম রাষ্ট্রের প্রাণশক্তিই হলো যাকাত। যখন কোন মুসলিম রাষ্ট্র থেকে যাকাত প্রদানের বিধান রহিত হয়ে যায়।

তখন অটোমেটিক ভাবেই সেই রাষ্ট্রে সুদের মত একটি ঘৃণিত ও নিকৃষ্ট পাপাচার মহামারীর মত ছড়িয়ে পড়ে। ফলে শোষিতদের প্রতি শোষণ ক্রমান্বয়েই বেড়ে যায়। আর শাসকরা উঠতে থাকে অদৃশ্য আসনের উচ্চ সিড়িতে। দারিদ্ররা হয়ে যায় আরো দরিদ্র। আর ধনীরা হয় কুকুরের চেয়েও নিকৃষ্ট আচরণ যুক্ত শোষণকারী। ফলে সেই সমাজ বা রাষ্ট্রের মানুষের ভ্রাতৃত্ব নষ্ট হয়ে যায়। বিভিন্ন রকমের পাপাচার-অন্যায়-অপরাধ বেড়ে যায়। যাকাত হলো অন্যায় অপরাধের বাধ স্বরূপ। যতক্ষণ কোন রাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাতের হিসাব অটুট থাকবে, ততক্ষণ সেই রাষ্ট্রে সুদ প্রবেশ করতে পারবে না। ফলে চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই, খুন, গুম- এই সকল যাবতীয় বড় বড় অপরাধ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাবে না। আর যখন কোন মুসলিম রাষ্ট্র থেকে যাকাতের হিসাব রহিত হয়ে যায়। তখন সেই রাষ্ট্রে সুদ প্রবেশ করে, ফলে ঐ সকল অপরাধগুলো ক্রমান্বয়েই বৃদ্ধি পেতে থাকে। যার দৃষ্টান্তমুলক উদাহরণ আমাদের বাংলাদেশটাই। আপনারা জানেন গত (জুলাই, ২০০৯) জাতীয় সংসদ অধিবেশনে বাংলাদেশের একজন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত অর্থবাজেট পেশ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন এবং সুদের অংক কষে অর্থবাজেট পেশ করেছিলেন। তখন বাংলাদেশের একজন স্বনামধন্য আলেমে দ্বীন আল্লামা দেলোয়ার হোসেন সাঈদী সাহেব তার বিরোধীতা করে বলেছিলেন, আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে পারতাম, যদি তিনি অর্থ বাজেট পেশ বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতি না দিয়ে আল্লাহর রসূল (ﷺ) এর হাদিছ থেকে ২/১ টি হাদিছ দিয়ে উদ্ধৃতি দিতেন। আমি তাকে মোবারকবাদ জানাতাম, যদি সে অর্থ বাজেট পেশ বক্তৃতায় সুদের অংক না কষে যাকাত এবং উশরের মত উৎকৃষ্ট অর্থের হিসাব কষতেন। কিন্তু সেদিন সংসদের অধিকাংশরাই তার বিরোধীতা করেছিলেন। আর বিরোধীতা করবে এটাই স্বাভাবিক। এই বিরোধীতার কারণ আমি “সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ” বইটিতে উল্লেখ করেছি। বর্তমান সময়ে বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জের ঘরে ঘরে তো সুদ পৌছে গেছেই তার সাথে সরকার মহলের সুদের অবস্থাও করুণ। যা জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ দেশের পত্র-পত্রিকা, অর্থনৈতিক ও বর্তমান অবস্থার উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখলেই বুঝতে পারবেন।

এই তো গত এপ্রিল মাসের ২০২১ইং এর ৪-৫ তারিখের দৈনিক যুগান্তর পত্রিকাতেই একটি সুদের হিসাবের সামান্য ইঙ্গিত এসেছে মাত্র। যেখানে উল্লেখ করা হয়েছিল- সরকার চলতি অর্থবছর বাজেটে দেশ পরিচালোনার জন্য বিদেশি ঋণ গ্রহণ করেছিলেন ৮৪ হাজার কোটি টাকা। যার ২৪ হাজার কোটি টাকা অতিরিক্ত সুদ দিতেই যাবে। তার কিছুদিন পর এপ্রিলের ১১ তারিখে আবারো একই বিষয়ে একটি নিউজ হয় দৈনিক যুগান্তর পত্রিকাতেই যার টাইটেল দেওয়া রয়েছে "ব্যাংক ঋণে তিন হাজার কোটি টাকা কাটছাঁট" -তাতে বলা হয়েছে, "*জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের সর্বশেষ প্রতিবেদনে দেখা গেছে, জুলাই থেকে জানুয়ারি এ ৭ মাসে মোট বিক্রি হয়েছে ৬৫ হাজার ৯৭৬ কোটি টাকার। আর মানুষ সঞ্চয়পত্র ভেঙেছে ৩৯ হাজার ৯১৮ কোটি টাকার। সুদ হিসাবে সরকার পরিশোধ করেছে ১৮ হাজার ৯০৮ কোটি টাকা।*" https://www.jugantor.com/todays-paper/410661

যেই রাষ্ট্রের সরকারী মহলের মাথা থেকেই সুদের বোঝা নামে না। সে রাষ্ট্রের গ্রামে-গঞ্জের সাধারণ মানুষের অবস্থা কি হতে পারে তা চিন্তা করলেও বোঝা যাবে। আর সেই দেশে অন্যায় অপরাধ বৃদ্ধি না হয়ে কোথায় হবে? তো যাই হোক, আমি একটি রাষ্ট্রের যাকাতের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে বুঝাতে চাচ্ছিলাম। আর যাকাত দানের ফজিলত টাও অনেক বেশি।

যাকাত দানের ফজিলত

যাকাতের ফজিলত বর্ণনায় মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَءَاتَوُا الزَّكٰوةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ .

নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, আর ছলাত কায়েম করেছে ও যাকাত প্রদান করেছে তাদের জন্য রয়েছে তাদের পুরষ্কার তাদের প্রতিপালকের নিকট। আর তাদের নেই কোন ভয় এবং তারা দুঃখিতও হবে না। (সূরা বাক্বারহ- আ: ২৭৭)

মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার পর ছলাত আদায়কারী ও যাকাত দানকারীর জন্য আল্লাহর নিকট পুরষ্কার নিশ্চিত রয়েছে। আর তাদের ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালাই বলেছেন, তাদের কোন ভয় নেই আর পরকালে তাদের কোন দুঃখও থাকবে না। (সুবহান আল্লাহ) এটাতো এই আমলকারীর জন্য মহান আল্লাহ তা'য়ালার ওয়াদা আর আল্লাহ তা'য়ালা তো ওয়াদা ভঙ্গ করবেন না। চিন্তাশীলদের একটি বার চিন্তা করা উচিৎ! সেই বিচার দিবসের কঠিন সময় সম্পর্কে। আর সেই সময় সম্পর্কেই যদি মহান আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে অভয় দেন। তবে এই আমলটা কত ফজিলাত পূর্ণ?

হযরত আবূ আইয়ূব (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক সাহাবী রসূল (ﷺ) কে বললেন, আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলুন যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। আল্লাহ রসূল (ﷺ) বললেন, তার কী হয়েছে! তার কী হয়েছে! এবং বললেন, তার দরকার রয়েছে তো। তুমি আল্লাহর ইবাদাত করবে, তার সঙ্গে অপর কোন কিছুকে শরীক করবে না। ছলাত আদায় করবে, যাকাত আদায় করবে, আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখবে। (ছহীহ বুখারী হা: ১৩৯৬)

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত যে, এক বেদুইন নাবী (ﷺ) এর নিকট এসে বলল, আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলুন যদি আমি তা সম্পাদন করি তবে জান্নাতে প্রবেশ করব। রসূল (ﷺ) বললেন, আল্লাহর ইবাদাত করবে, আর তার সাথে অপর কোন কিছুর শরীক করবে না। ফরজ ছলাত আদায় করবে, ফরজ যাকাত প্রদান করবে, রমাদান মাসে সিয়াম পালন করবে। সে বলল, যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তার শপথ করে বলছি, আমি এর চেয়ে বেশি করব না, যখন সে ফিরে গেলো, নাবী (ﷺ) বললেন, যে ব্যক্তি কোন জান্নাতি ব্যক্তিকে দেখতে পছন্দ করে, সে যেন এই ব্যক্তিকে দেখে নেয়। (ছহীহ বুখারী ২য় খন্ড হা: ১৩৯৭; মুসলিম হা: ১৪; মুসনাদে আহমাদ হা: ৫৮৩২)

যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারীর শাস্তি

যাকাত দান মহান আল্লাহ তা'য়ালার একটি ফরজ হুকুম। তা অমান্য বা অস্বীকারকারী আখিরাতে অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত। আর দুনিয়াতেও তারা অপরাধী।

আবু বকর (রা:) বলেন, আল্লাহর শপথ! তাদের বিরুদ্ধে নিশ্চয় আমি যুদ্ধ করবো, যারা ছলাত ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে। কেননা, যাকাত হলো সম্পদের উপর আরোপিত হাক্ব। আল্লাহর কসম! যদি তারা একটি মেষ শাবক যাকাত দিতেও অস্বীকৃতি জানায় যা আল্লাহর রসূল (ﷺ) এর কাছে তারা দিতো। তাহলে যাকাত না দেবার কারণে তাদের বিরুদ্ধে আমি অবশ্যই যুদ্ধ করব। ওমার (রা:) বলেন, আল্লাহর কসম! আবু বকর (রা:) এর হৃদয় বিশেষ জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করেছেন বিধায় তার এ দৃঢ়তা, এতে আমি বুঝতে পারলাম তার সিদ্ধান্তই যথার্থ। (ছহীহ বুখারী ২য় খন্ড- হা: ১৪০০, ১৪৫৬, ৬৯২৫; মুসলিম হা: ২০; মুসনাদে আহমাদ হা: ২৪১০৮)

অতঃপর মহান আল্লাহ তা'য়ালা কাফের ও মুনাফিকদের ব্যাপারে বলেন,

فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا الزَّكَوٰةَ فَإِخْوَٰنُكُمْ فِى الدِّينِ ۗ وَنُفَصِّلُ الْءَايَٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ .

অতঃপর যদি তারা তাওবা করে নেয় এবং ছলাত আদায় করে এবং যাকাত দিতে থাকে। তবে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই। আর আমি জ্ঞানী লোকদের জন্য বিধানাবলি বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করে থাকি। (সূরা তাওবাহ, আ: ১১)

অতএব কাফের ও মুনাফিকরা যতক্ষণ পর্যন্ত তাওবা করে ছলাত আদায় ও যাকাত দিতে থাকবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের সাথে মু'মিনদের যুদ্ধ অব্যাহত থাকবে। যখন তারা তাওবাহ করে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে এবং তাওবা ও ঈমানের বাস্তব প্রতিফলন, ছলাত আদায় করবে ও যাকাত প্রদান করবে, তখন তারাও মুসলমানদের দ্বীনি ভাই এবং তাদের জান-মাল মুসলমানদের কাছে নিরাপদ থাকবে।

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা:) বলেন, এ আয়াতে সকল কেবলানুসারী মুসলমানের রক্তকে হারাম করে দিয়েছে। অর্থাৎ যারা নিয়মিত ছলাত ও যাকাত আদায় করে এবং ইসলামের বরখেলাপ কথা ও কর্মের প্রমান পাওয়া যায় না। সর্বক্ষেত্রে তারা মুসলমানরূপে গন্য। (তাফসিরে আনোয়ারুল কুরআন- পৃ: ৫৬৪)

হযরত আবু বাকর (রা:) যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে এ আয়াত থেকে অস্ত্র ধারনের যৌক্তিকতা প্রমান করে ছাহাবায়ে কেরামের সন্দেহ নিরসন করেছিলেন। (ইবনে কাছীর)

যাকাত দানকারীদের ব্যাপারে যেমন পুরস্কারের ঘোষনা রয়েছে তদরুপভাবে যাকাত অস্বীকারকারীদের শাস্তির ঘোষনাও রয়েছে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ . يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ .

...যারা সোনা-রূপা জমিয়ে রাখে এবং আল্লাহর রাস্তায় তা খরচ করে না: অতএব তুমি তাদেরকে সুসংবাদ শুনিয়ে দাও অতি যন্ত্রনাদায়ক শাস্তির। যা সেদিন ঘটবে, যেদিন জাহান্নামের অগ্নিতে সেগুলোকে উত্তপ্ত করা হবে, অতঃপর সেগুলো দ্বারা তাদের ললাট সমূহে এবং তাদের পাশ্বদেশ সমূহে এবং তাদের পৃষ্ঠসমূহে দাগ দেওয়া হবে, এটা তাই যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা করে রেখেছিলে, সুতরাং এখন স্বাদ গ্রহণ কর নিজেদের সঞ্চয়ের। (সূরা তাওবাহ আ: ৩৪-৩৫)

মহান আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন,

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ هُوَ خَيْرًا لَّهُم ۖ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِۦ يَوْمَ الْقِيَٰمَةِ ۗ

আল্লাহ যাদেরকে সম্পদ শালী করেছেন অথচ তারা সে সম্পদ নিয়ে কার্পন্য করছে, তাদের ধারণা করা উচিৎ নয় যে, সেই সম্পদ তাদের জন্য কল্যান বয়ে আনবে। বরং তা তাদের জন্য অকল্যানকর হবে। অচিরেই ক্বিয়ামাত দিবসে যা নিয়ে কার্পন্য করেছে তা দিয়ে তাদের গলদেশ শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হবে। (সূরা আল-ইমরান আ: ১৮০)

অন্যথায় মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন,

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ . الَّذِى جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ . يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ . كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ . وَمَآ أَدْرٰىكَ مَا الْحُطَمَةُ . نَارُ اللّٰهِ الْمُوقَدَةُ . الَّتِى تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْـِٔدَةِ . إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ . فِى عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ .

দুর্ভোগ প্রত্যেকের যে, পিছনে ও সামনে লোকের নিন্দা করে, যে অর্থ জমায় ও গণনা করে রাখে, সে ধারনা করে যে, তার অর্থ তাকে অমর করে রাখবে, কখনও না, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে হুত্বমায়, তুমি কী জানো? হুত্বমা কী? তা হলো, আল্লাহর প্রজ্বলিত অগ্নি, যা হৃদয়কে গ্রাস করবে। নিশ্চয় তা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখবে। দীর্ঘায়িত স্তম্ভ সমূহে। (সূরা হুমাযাহ আ: ১-৯)

যারা যাকাত দেয়না তাদের সম্পর্কে হযরত আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন, কিন্তু সে এর যাকাত আদায় করেনি, কিয়ামাতের দিন তার সম্পদকে টেকো (বিষের তীব্রতার কারণে) মাথা বিশিষ্ট বিষধর সাপের আকৃতি দান করে তার গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হবে। সাপটি তার মুখে দুপার্শ কামড়ে ধরে বলবে, আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার জমাকৃত মাল। অতঃপর আল্লাহর রসূল (ﷺ) পাঠ করেন, আল্লাহ যাদেরকে সম্পদশালী করেছেন অথচ তারা সে সম্পদ নিয়ে কার্পন্য করছে, তাদের ধারনা করা উচিৎ নয় যে, সেই সম্পদ তাদের জন্য কল্যান বয়ে আনবে, বরং তা তাদের জন্য অকল্যানকর হবে। অচিরেই কিয়ামাত দিবসে, যা নিয়ে কার্পন্য করছে তা দিয়ে তাদের গলদেশ শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হবে। (সূরা আল-ইমরান আ: ১৮০; ছহীহ বুখারী ২য় খন্ড হা: ১৪০৩, ৪৫৬৫, ৪৬৫৯, ৬৯৫৭)

একটি বার ভেবে দেখুন- যেই অর্থ-সম্পদকে আমরা এতো যত্নে রাখি, বার বার গণনা করি, আমার আমার বলি, যেই অর্থ-সম্পদের গরমে আমরা সমাজের গরীব অসহায় মানুষদের তুচ্ছ্য-তাচ্ছিল্য করি। তাদের প্রতি হীন ভাব পোষণ করি। সেই অর্থ-সম্পদই কিয়ামাত দিবসে আমাদের শাস্তির মাধ্যম হবে। শুধু এজন্য যে, সেই অর্থ-সম্পদকে আমরা দুনিয়ার বুকে সঠিক ভাবে ব্যবহার করতে পারিনি। এখানে আমার ছোট একটি উদাহরণ

মনে পড়ে যায় যে, উদাহরণটি আমার প্রিয় বন্ধু শামীম বীন মুখলিছ (আল্লাহ তার হিফাজত করুন) মাঝে মধ্যেই বলেন, সেই উদাহরণটি দুনিয়ার এই অর্থ-সম্পদের ক্ষেত্রেও দেওয়া যায়। দুনিয়ার এই অর্থ-সম্পদ এমন যে, ইলেকট্রিক অর্থাৎ বিদ্যুতের ন্যায়। যাকে সঠিক ভাবে ব্যবহার করলে আলো দেওয়াসহ আরো অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যবহার হয়। আর সঠিকভাবে ব্যবহার করতে না জানলে, ব্যবহারকারীকেই মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে পৌছে দেয়। এমন কী সকল কিছু জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছাই করিয়ে দিতেও পারে। কাজেই অর্থ-সম্পদ কে উত্তম পন্থায় উপার্জন করতে হবে এবং উত্তম ও সঠিক পন্থায় তা ব্যবহার করতে হবে। তাছাড়া এই অর্থ-সম্পদই তার মালিকের কঠিন বিপদের কারণ হবে বিচার দিবসে। সুতরাং ধনীদের অর্থ-সম্পদে গরীব মানুষদের যেই অধিকার আছে তা গরীবদের মাঝে পূর্ণরূপে প্রদান করতে হবে। তা ব্যতিত বিচার দিবসে সর্বপ্রথমেই এই অর্থ-সম্পদের মালিকদের আটকিয়ে দেবে মহান আল্লাহ তা'য়ালা।

হযরত আবূ বারযাহ নাদ্বলাহ ইবনে উবাইদ আসলামী (রা:) বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, কিয়ামাতের দিন, (হাশরের মাঠে) বান্দা তার নিজ স্থানেই দাড়িয়ে থাকবে। যে পর্যন্ত না সে জিজ্ঞাসিত হবে তার জীবনকাল সম্পর্কে সে কী ভাবে তা অতিবাহিত করেছে? তার জ্ঞান সম্পর্কে সে তা কি কাজে ব্যয় করেছে, তার সম্পদ সম্পর্কে সে তা কোথা থেকে অর্জন করেছে এবং কি কি কাজে ব্যয় করেছে? আর তার শরীর সম্পর্কে সে তা কিভাবে দূর্বল করেছে অর্থাৎ প্রত্যেকটি কাজেরই পুংখানু পুংখ হিসাব বান্দার কাছ থেকে নেওয়া হবে। (রিয়াদুস সালেহীন ২য় খন্ড হা: ৪১২; তিরমিযী ২৪১৭; দারেমী ৫৩৭)

গরীবদের মাঝে ধনীদের যাকাতের যেই অংশটা বিতরনের বিধান রয়েছে। তা গরীবদের প্রতি ধনীদের কোন করুণা নয়, বরং ধনীদের সেই অর্থ-সম্পদে গরীবদের অধিকার রয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَفِىٓ أَمْوَٰلِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُومِ .

ধনীদের সম্পদে রয়েছে গরীব বঞ্চিতদের অধিকার। (সূরা আয-যারিয়াত আ: ১৯)

আল্লাহর রসূল (ﷺ) মুয়াজ (রা:) কে ইয়ামিনে শাসক হিসেবে পাঠানোর সময় কয়েকটি কথা বলেন, তার মধ্যে এটাও আছে যে, আল্লাহ তায়ালা তাদের উপর তাদের সম্পদের মধ্যে থেকে ছদাকা অর্থাৎ যাকাত ফরজ করেছেন। যেটা ধনীদের নিকট থেকে গ্রহণ করে তা দারিদ্রদের মাঝে প্রদান করা হবে। (হাদিসের সম্পূর্ণ- সহীহ বুখারী ১৪৫৮, ১৪৯৬, ২৪৪৮; বুলুগুল মারাম হা: ৫৯৯; মুসলিম হা: ১৯)

সুতরাং, ধনীদের অর্থ-সম্পদের যাকাতের সেই অংশটুকু গরীবদের প্রাপ্ত অধিকার, তাদের অধিকারের অংশটুকু তাদের দিয়ে দিতে হবে। এটাই বিধান। তা ব্যতিত ধনী ব্যক্তি বড় গুনাহগার হয়ে যাবে। বরং, ধনীরা ধনীদের অর্থ-সম্পদের যাকাতের অংশটুকু গরীবদের মাঝে বিতরন করলেই ধনীদের অর্থ-সম্পদ পরিশুদ্ধ ও পবিত্র হবে।
গরীবদেরকে যে সকল ধনীরা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখে, হেও প্রতিপন্ন করে, এবং নিজেরা দাম্ভিক অহংকারী হয়ে জমিনে বুক ফুলিয়ে চলাফেরা করে আর গরীবদের প্রাপ্ত অধিকার না দিয়ে তা থেকে বঞ্চিত করে। তাদের জানা উচিৎ যে, এ সকল গুনের অধিকারী ধনীদের চেয়ে মহান আল্লাহ তা'য়ালার নিকট দিনোহিন দারিদ্রের মর্যাদা অনেক বেশি।

হযরত সাহল ইবনে সা'দ আস-সায়িদী (রা:) বলেন, এক ব্যক্তি নাবী করীম (ﷺ) এর কাছ দিয়ে গমন করছিল। তিনি তাঁর কাছে উপবেশন রত ব্যক্তিটিকে জিজ্ঞেস করেন (চলে যাওয়া) এ ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার কী মত? সে বলল, ইনি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মাঝে গন্য। মহান আল্লাহর শপথ! তিনি অধিক যোগ্যব্যক্তি। সে কোন স্থানে শাদীর প্রস্তাব দিলে তার কাছে শাদী দেয়া হবে এবং কোন ব্যাপারে সুপারিশ করলে তা গ্রহন হবে। এরপর আল্লাহর রসূল (ﷺ) নীরব রইলেন। তারপর অন্য এক ব্যক্তি তার সামনে দিয়ে যায়। অতঃপর আল্লাহর রসূল (ﷺ) বসা ব্যক্তিটিকে বললেন, এই ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার কী মত? সে বলল, ইয়া রসূলাল্লাহ (ﷺ) এই ব্যক্তিতো নি:স্ব-গরীব মুসলিমদের অর্ন্তভূক্ত। সে এতটুকু উপযুক্ত, সে কোন স্থানে বিয়ে শাদীর প্রস্তাব দিলে কেউ তার কাছে বিয়ে-শাদী দিবে না। সে সুপারিশ করলে তার সুপারিশ গ্রহণ করবেনা এবং সে কোন কথা বললে তার

কথা কেউ শুনবে না। এরপর আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, এ (নি:স্ব মুসলিম) ব্যক্তি দুনিয়ার সব ব্যক্তিদের চেয়ে অনেক উত্তম। (বুলুগুল মারাম হা: ২৫৩)

অন্য এক হাদিছে, আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা:) বলেন, নাবী ক্বরীম (ﷺ) বলেছেন, জান্নাত ও জাহান্নাম উভয়ের মাঝে কলহ হল, জাহান্নাম বলল, আমার অভ্যন্তরে বড় বড় স্বৈরাচারী দাম্ভিক ও অহংকারী ব্যক্তিরা জায়গা পাবে। জান্নাত বলল, আমার মধ্যে অসহায়, দরিদ্র ও দূর্বল ব্যক্তিরা স্থান পাবে। আল্লাহ তা'য়ালা উভয়ের মধ্যে সিদ্ধান্ত দিলেন, জান্নাত তুমি আমার রহমত, তোমার সাহায্যে যাকে ইচ্ছা আমি দয়া করব। হে জাহান্নাম; তুমি আমার আযাব, তোমার বদৌলতে যাকে ইচ্ছা আমি শাস্তি দিব। তোমাদের উভয়কে পরিপূর্ণ করা আমারই দায়িত্ব। (বুলুগুল মারাম হা: ২৫৪)

কাজেই ধনীদের উচিৎ গরীবদের তুচ্ছ্য-তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে না দেখে গরীবদের হক গরীবদের মাঝে সঠিক ভাবে বন্টন করে দেয়া। আবু হুরায়রা (রা:) বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজের উটের (উপর দরিদ্র, বঞ্চিত, মুসাফিরের) হক আদায় করে না, সেই উট দুনিয়া অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী হয়ে এসে খুর দিয়ে আপন মালিককে পিষ্ট করবে এবং যে ব্যক্তি নিজের বকরীর হক আদায় না করলে, সে বকরী দুনিয়া অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী হয়ে এসে মালিককে খুর দিয়ে পদদলিত করবে ও শিং দিয়ে আঘাত করবে। উট ও বকরীর হক হলো, পানির নিকট অর্থাৎ ঘাটে জনসমাগম স্থলে এদের দহন করা (ও দারিদ্র, বঞ্চিতদের মধ্যে দুধ বন্টন করা)। নাবী (ﷺ) আরো বলেন, তোমাদের কেউ যেন কিয়ামাত দিবসে (হক আদায় জনিত কারণে শাস্তি স্বরূপ) কাধের উপর চিৎকাররত বকরী বহন করে (আমার নিকট) না আসে এবং বলে, হে মুহাম্মাদ! (ﷺ) (আমাকে রক্ষা করুন), তখন আমি বলব, তোমাকে রক্ষা করার ব্যাপারে আমার কোন ক্ষমতা নেই। আমি তো (হক অনাদায়ের পরিনতির কথা) পৌছে দিয়েছি। আর কেউ যেন চিৎকাররত উট কাধের উপর বহন করে এসে না বলে হে মুহাম্মাদ! (ﷺ) (আমাকে রক্ষা করুন), তখন আমি বলব, তোমাকে রক্ষা করার ব্যাপারে আমার কোন ক্ষমতা নেই, আমি তো (শেষ

পরিনতির কথা) পৌছে দিয়েছি। (ছহীহ বুখারী ২য় খন্ড হা: ১৪০২, ২৩৭৮, ৩০৭৩, ৬৯৫৮; মুসলিম হা: ৯৮৭; মুসনাদে আহমাদ হা: ৭৫৬৬)

অন্য এক হাদিছে হযরত আহনাফ ইবনু কায়স (রহি:) বলেন, একদা আমি কুরাইশ গোত্রীয় একদল লোকের সাথে বসে ছিলাম, এমন সময় রুক্ষচুল, মোটা কাপড় ও খসখসে শরীর বিশিষ্ট এক ব্যক্তি তাদের নিকট এসে ছালাম দিয়ে বলল, যারা সম্পদ জমা করে রাখে (অর্থাৎ সম্পদের হক আদায় করে না) তাদেরকে এমন গরম পাথরের সংবাদ দাও, যা তাদেরকে শাস্তি প্রদানের জন্য জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে। তা তাদের স্তনের বোটার উপর স্থাপন করা হবে আর তা কাধের চিকন হাড্ডির উপর স্থাপন করা হবে তা নড়া-চড়া করে সজোরে স্তনের বোঁটা ছেদ করে বের হবে। এরপর লোকটি ফিরে গিয়ে একটি স্তম্ভের পাশে বসলো। আমিও তার কাছে অনুগমন করলাম ও তার কাছে বসলাম। অথচ আমি জানতাম না সে কে। আমি তাকে বললাম, আমার মনে হয় যে, আপনার বক্তব্য লোকেরা পছন্দ করেনি। তিনি বললেন, তারা কিছুই বোঝেনা। (ছহীহ বুখারী ২য় খন্ড হা: ১৪০৭)

আপনার যাকাতে যাদের হক রয়েছে

যাকাত মহান আল্লাহ তা'য়ালার একটি ফরজ বিধান। তা ফরজ ছলাতের অনুরূপই একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল। কাজেই ছলাত আদায়ের ক্ষেত্রে যেমন যত্নবান হওয়া জরুরী, তেমনি যাকাত দানের ক্ষেত্রেও সচেতন হওয়া খুবই জরুরী। নিজের অর্থ-সম্পদের ছদকা শরীয়তসম্মত যে কোন সৎকাজেই ব্যয় করা সাওয়াবের কাজ। কিন্তু যাকাতের ক্ষেত্রে তার শ্রেণী ভাগ রয়েছে। আর এই যাকাতের অংশ বন্টনের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা নিজেই নিয়েছেন, অন্য কাউকে দেন নাই এমনকি এই দায়িত্বটি আল্লাহ তার রসূল (ﷺ) কেও দেন নাই।

এ প্রসঙ্গে হযরত যিয়াদ ইবনে হারেছ ছদরী (রা:) বলেন, আমি একদা রসূলে কারীম (ﷺ) এর খেদমতে হাজির হয়ে জানতে পারলাম যে, তিনি তার গোত্রের সাথে যুদ্ধ করার জন্য

সৈন্যের একটি দল অচিরেই প্রেরণ করবেন। আমি আরজ করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ (ﷺ) আপনি বিরত হোন, আমি দায়িত্ব নিচ্ছি যে তারা সবাই আপনার আনুগত্য স্বীকার করে এখানে হাজির হবে। অতঃপর আমি স্বগোত্রের কাছে পত্র প্রেরণ করি। পত্র পেয়ে তারা সবাই ইসলাম গ্রহণ করে। এর প্রেক্ষিতে রসূল (ﷺ) আমাকে বলেন, তুমি তোমার গোত্রে একান্ত প্রিয় নেতা। আমি আরয করলাম, এতে আমার কর্তৃত্ব কিছুই নেই। আল্লাহর অনুগ্রহে তারা হেদায়েত লাভ করে মুসলমান হয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি এই বৈঠকে থাকাবস্থায়ই এক ব্যক্তি এসে রসূল (ﷺ) এর কাছে কিছু সাহায্য প্রর্থনা করল। রসূল (ﷺ) তাকে জবাব দিলেন, ছদাকার ভাগ-বণ্ঠনের দায়িত্ব আল্লাহ নাবী বা অন্য কাউকে দেননী; বরং তিনি নিজেই ছদাকার আটটি খাত নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এ আট শ্রেণীর কোন একটিতে তুমি শামিল থাকলে দিতে পারি। (কুরতুবী ১৬৮/১)

উক্ত হাদিছের ছদাকা দ্বারা ফরজ যাকাত কে বুঝানো হয়েছে। কেন না, ফরজ ছদাকা অর্থাৎ যাকাত ব্যতিত ছদাকা আটটি ভাগে সীমাবদ্ধ নেই। যেই আট শ্রেণীর লোক যাকাত পাবার হকদার তাদের সম্পর্কে উল্লেখ করা হলো।

১. ফকীর বা গরীব

ফকীর অর্থাৎ গরীব দ্বারা সবধরনের অভাবগ্রস্ত লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে। যে ব্যক্তি নিজের জীবন-জীবিকার জণ্য অপরের মুখাপেক্ষী। তার এ অবস্থা শারীরিক ত্রুটির কারণে হোক বা বার্ধক্যের কারণে হোক, অথবা অন্য কেন কারণে হোক। এবং ইয়াতীম শিশু, বিধবা নারী, কর্মহীন লোক এবং সাময়িক অভাবগ্রস্ত লোক এর মধ্যে শামিল। (শব্দে শব্দে আল কুরআন, মাওলানা হাবিবুর রহমান, ৫ম খন্ড পৃ: ৬৮)

এখানে সেই সকল ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে যারা অভাবগ্রস্ত, নিজেদের অর্থ উপার্জনের কোন শক্তি বা সামর্থ্য নেই। শরীরে এমন ত্রুটি রয়েছে, যার জন্য সে কোন শ্রমিক কাজে অংশ নিতে অক্ষম। অথবা বয়স বেশি হবার কারণে কোন কাজেই অংশ নিতে পারে না। তারা নিজের পরিবার ও নিজ খরচ চালানোর জন্য অন্যের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে।

বর্তমান সময়ে পথে, ঘাটে, বাজারে এমন লোকের অভাব নেই। আমি বাস্তব কথা বলছি, রাজশাহীর সাহেব বাজারে আপনি ১০ মিনিট দাড়িয়ে থাকবেন। এই ১০ মিনিটে সর্বনিম্ন ৩/৫ গরীব আপনার নিকট এসে সাহায্য প্রার্থনা করবে। তবুও এদেশের সরকার আর মন্ত্রী পরিষদ, সংসদ, সভা, সমাবেশে ভাষন দেয়, 'এই দেশ মধ্যম আয়ের দেশ। এই দেশ উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে একটি। এই দেশে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই দেশে আর কোন দরিদ্র নেই'। তাদের এই কার্যকলাপ দেখে ঘৃণা লাগে, যখন দেখি এই সকল কথাগুলো নিয়ে এদেশের মিডিয়াগুলো বিভিন্ন গল্প-নাটক তৈরি করে।

প্রধানমন্ত্রীর লজ্জা হওয়া উচিৎ, যে সময়ে মানুষ পথে-ঘাটে, হাট-বাজারে মানুষের নিকট হাত পেতে সাহায্য চাচ্ছে ঠিক সেই সময়ে সরকার মহল থেকে ক্ষুধা-দারিদ্র মুক্ত বাংলাদেশের শ্লোগান দিচ্ছে। যে দেশের মানুষ ক্ষুধার যন্ত্রনায় ত্রান নেবার জন্য রাজপথ অবরোধ করে। দেশের মানুষ ৫/১০ কেজি চাউল গম সাহায্য নেবার জন্য ইউনিয়ন পরিষদের সামনে তীব্র রোদের মধ্যে সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত লম্বা লাইনে দাড়িয়ে থাকে। আর দেশের মন্ত্রীরা অভাবমুক্ত বাংলাদেশের ঘোষনা দেয়, লক্ষ লক্ষ টাকা বিলাসিতা করে উড়িয়ে দেয়।

সবচেয়ে ঘৃনিত কাজ মুসলিম দেশে ৯ কোটি টাকা খরচ করে মূর্তিস্থাপন করে। মূর্তির প্রতিবাদ করতে গিয়ে এদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের বন্দি হতে হয়। নির্যাতিত হতে হয়। অথচ সেই মূর্তির বুকে সর্বপ্রথম যার লাথি মারার কথা ছিলো, তিনি হলেন বাংলাদেশের মুসলিম সরকার। তিনি ৫ ওয়াক্ত ছলাত আদায়কারী, তিনি রাতে তাহাজ্জুত আদায়কারী, তিনি রমাদানে সিয়াম পালনকারী। এবং তিনি হাজ্জ আদায়কারী। কিন্তু তিনি তা করেন নাই বরং যারা মূর্তির বিরধীতা করেছে। তাদেরই উপর জেল জুলুম শুরু করেছে। আপনি কী হিসাব দিতে পারবেন, এই অর্থ আপনি কোথায় পেয়েছেন? আপনি কি করে ভেবেছেন যে, এদেশের মুসলিমদের রক্ত ঘামানো অর্থ দিয়ে আপনি মূর্তি স্থাপন করবেন আর আপনার কাছ থেকে হিসাব নেওয়া হবেনা। আপনাকে এমনিতেই ছেড়ে দেওয়া হবে। জেনে রাখুন, আমরা মূর্তি বর্জন করেছি। যারা মূর্তি স্থাপনের পক্ষে তাদেরকে আমরা ঘৃনা করি। আপনি

তাওবা করে ফিরে আসুন, মূর্তি ভেঙ্গে ফেলুন, এই অর্থ দিয়ে গরীব মানুষদের সাহায্যে এগিয়ে আসুন। অনেকেই আবার মুখের জোরে যুক্তি খাটিয়ে বলতে পারেন, এদেশের পথে, ঘাটে, বাজারে, যে সকল ভিক্ষুকদের সাহায্য চাইতে দেখা যায়। তার অধিকাংশই টাকা-পয়সা থাকা সত্ত্বেও ভিক্ষাকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছে। তাদের মধ্যে আসল ভিক্ষুক আর নকল ভিক্ষুক বাছাই করা কঠিন। আমি বলবো, আপনার এই কথাটি অবশ্যই ভিত্তিহীন। যে দেশের সরকার কোটি কোটি টাকা খরচ করে মূর্তি তৈরি করতে পারে, যে দেশের সরকার কোটি কোটি টাকা খরচ করে বিভিন্ন দিবস পালন করতে পারে, যে দেশের সরকার সাধারণ মানুষকে জঙ্গী বলে গুম-গ্রেফতার করার জন্য কোটি-কোটি টাকা খরচ করতে পারে, সে দেশের সরকার আসল ভিক্ষুক আর নকল ভিক্ষুক বাছাই করতে অক্ষম!

এটা এদেশের সরকারের জন্য বড় লজ্জার বিষয়। দেশের সরকারকে বলি, ক্ষমতার মোহে অন্ধ হয়ে থাকবেন না- যেটুকু হায়াত আল্লাহ তা'য়ালা আপনাকে দিয়েছেন ততটুকু সময়েই মহান আল্লাহর প্রতি পূর্ণ ঈমান এনে সৎকাজ করুন।

আপনাদের জন্য মহান আল্লাহ তা'য়ালার নিকট উত্তম পুরষ্কার রয়েছে। মনে রাখবেন, হাশরের মাঝে কঠিন মুছিবতের সময় সকলেই যখন চারিদিকে ছুটাছুটি করবে। তখন মহান আল্লাহ তা'য়ালা তার আরশের নিচে সাত শ্রেনীর মানুষকে স্থান দিবেন। তার মধ্যে একজন সৎ শাসক।

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, সাত প্রকারের লোকদের- কে আল্লাহ তার ছায়াতলে স্থান দান করবেন, যে দিন তার ছায়া ব্যতিত অন্য কোন ছায়া অবশিষ্ট থাকবে না। তাদের মধ্যে একজন ন্যায়পরায়ন শাসক। (রিয়াদুস সালেহীন ২য় খন্ড হা: ৪৫০, ৬৬০)

অন্য এক হাদিছে, আবদুল্লাহ ইবনু আমার ইবনু আস (রা:) বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, ন্যায়পরায়ন শাসকগণ আল্লাহর কাছে তারা নূরের মিম্বরে আসন গ্রহণ করবে।

যারা তাদের বিচার ক্ষেত্রে, পরিবার পরিজনের ব্যাপারে এবং যে সব দায়িত্ব তাদের উপর রয়েছে সেক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ন হলো। (রিয়াদুস সালেহীন ২য় খন্ড হা: ৬৬১)

কাজেই দুষ্কর্ম থেকে বিরত থাকুন। দুষ্কর্মকারীকে আল্লাহ পছন্দ করেন না। আল্লাহ তা'য়ালা দুষ্কর্মকারীকে পুরস্কারের বদৌলতে শাস্তি দেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِى قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ .

অতঃপর যারা ছিলো অত্যাচারী, তারা তাদের বলা কথাকে বদলে দিয়েছে ভিন্ন কথা দ্বারা। তারপর আমি আকাশ থেকে আযাব নাযিল করেছি তাদের উপর যারা অত্যাচার করেছে। কেননা তারা দুষ্কর্ম করেছিল। (সূরা বাক্বরহ আ: ৫৯)

এছাড়াও হযরত আবু মারইয়াম আযদী (রা:) আমিন মু'আবিয়া (রা:) কে বলেন, আমি আল্লাহর রসূল (ﷺ) কে বলতে শুনেছি; যাকে আল্লাহ মুসলমানদের শাসক নিযুক্ত করেন আর সে তাদের প্রয়োজন, অভাব ও অনটন দূর করার প্রতি অমনোযোগী হয়, তাহলে আল্লাহ তা'য়ালাও কিয়ামাতের দিন তার প্রয়োজন ও অভাব পূরণের প্রতি অমনোযোগী হবেন। (রিয়াদুস সালেহীন ২য় খন্ড হা: ৬৫৯)

হে পাঠকবৃন্দ! এমন একতরফা ভাবে শুধু এদেশের সরকার মহলকে দোষারোপ করলেই হবে না। পথে, ঘাটে, বাজারে এমন যাঞ্চাকারী বৃদ্ধি এবং আসল ভিক্ষুক নকল ভিক্ষুক যাচাই করার দায়িত্ব এদেশের বড় বড় ইসলামী সংগঠনগুলোও হাশরের ময়দানে এই সকল যাঞ্চাকারীর জন্য মহান আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে। এদেশের বড় বড় ইসলামী সংগঠনের নেতাদেরকেই। আপনারা যখন জানেন, এদেশের সরকার ইসলাম দিয়ে দেশ পরিচালনা করতে রাজি নন। তখন আপনাদের প্রতিই বর্তাবে সেই দায়িত্ব।

আল্লাহ তা'য়ালা আপনাকেও জিজ্ঞেস করবে, ওহে, আলেম; তুমি তো দুনিয়াতে একজন আলেম ও বড় নেতা সেজেছিলে। তুমি দেখনাই তোমার দেশের পথে, ঘাটে, বাজারে কত মানুষ পেটে ভাত না পেয়ে মানুষের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছে। আর তুমি নেতা

হয়ে এসি গাড়িতে ঘুরেছো, এসি বাড়িতে ঘুমিয়েছো, এসি মাসজিদে ছলাত আদায় করেছো? তখন আপনারা কি জবাব দেবেন মহান আল্লাহ তা'য়ালার কাছে?

যে সময় দেশের দরিদ্র মানুষ ভিক্ষার হাত পাতছে মানুষের দ্বারে দ্বারে, সেই সময় তোমরা নেতা সেজে বড় বড় বক্তৃতা দিয়ে মাঠ গরম করে নেতার পরিচয় দিয়ে গেছো? এ দেশের ইসলামী বড় বড় দলগুলোর নেতাদের কথা ভাবতে গেলে গা শিউরে উঠে। যে সময় এ দেশের সরকারের পক্ষ থেকে এদেশের মুসলমানের উপর নির্যাতনের স্টিম রোলার চলে, যে সময়ে অপবিত্র মুশরিক নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গিয়ে ১৬ জন শ্রেষ্ঠ সন্তানদের প্রান দিতে হয়, সে সময়ে সেই আন্দোলনের কেন্দ্রীয় নেতা সোনারগাও হোটেলে বিলাসিতা করতে যায়। আমি পরনিন্দার উদ্দেশ্যে বলছি না। আমি মানুষকে সতর্ক করনের জন্য বলছি, ওহে দেশের মুসলমান! যেই নেতাদের পক্ষ নিয়ে আন্দোলন করতে গিয়ে ২০১৩ সালের ৫ই মে রচিত হয় রক্তাত শাপলা চত্ত্বর, যেই আন্দোলনে অসংখ্য মুসলিম হত্যা হবার পরেও যেই নেতারা মৃত্যুর বদলা তো দুরের কথা স্বীকার পর্যন্ত করে নাই, সেই নেতাদের আন্দোলনের ডাকে সারা দিয়ে যখন ১৬ জনেরও বেশি মুসলমানকে লাশে পরিনত হতে হয়েছে। তখন এই নেতারা সেই লাশের বদলা না নিয়ে আন্দোলন শিথিল করে দিয়েছে। সাধারণ কর্মীদেরকে আন্দোলনের মুখে রেখে হোটেলে বিলাসিতায় সময় পার করছে।

যেই দুশমনরা বারে বারে মুসলিমদের রক্ত ঝরায়, লাশের পর লাশ ফেলে, কুরআনের বিধান অনুযায়ী লাশের বদলে লাশ কিসাস না নিয়ে মুসলমানদের সেই দুশমনদের কওমী জননী উপাধী দেওয়া হয়। তাদের এই আন্দোলন দেখে একটি ভাই এর কথা আমার বার বার মনে পড়ে যায়। সেই ভাইটি আমার কাছে বসে থেকে গল্পের একপর্যায়ে বলেছিলো, ভাই- রাজশাহী জজকোর্টে যখন আমার একটি মামলার স্বাক্ষী জেরা চলছিলো। তখন আমি একদিন দেখলাম। স্বাক্ষী জেরা চলাকালিন সময় জজ-সাহেবের সামনে আমার পক্ষের উকিল আর সরকারী পক্ষের পি.পি. দুজন দুপক্ষ নিয়ে বিতর্ক শুরু করেছে। তাদের বিতর্কের অবস্থা দেখে মনে হলো, সাপ বেজির লড়াই চলছে। কিন্তু কিছুক্ষন পর যখন

জেরা শেষ হয়ে গেলো। আমাকেও আদালত কক্ষ থেকে বাহিরের বারান্দাতে নিয়ে আসা হলো। তখন আমি যা দেখলাম তা দেখে আমি অবাক! আমি দেখলাম, কিছুক্ষন পূর্বেই যারা জজ সাহেবের সামনে সাপ-বেজির ন্যায় লড়াই করলো। ঠিক তারা দুজনেই বাহিরে এসে এখন একজন অপরজনকে হাতে পান তুলে দিয়ে হাসতে হাসতে হাত ধরে চলে যাচ্ছে। তাতে বুঝতে আর বাকি থাকলোনা যে, এতক্ষণ জজ সাহেবের সামনে যা হলো সবই অভিনয়। আজকে এই আন্দোলনকারীদের অবস্থাও ঠিক অনুরূপ। কর্মীরা আন্দোলন করে জীবন দিয়ে যায়। আর নেতারা গোপনে বসে সন্ধি করে নেয়। শুধু এই আন্দোলনকারীদেরকে বলছি তা নয়, পথে-ঘাটে, বাজারে এই যাঞ্চাকারী (ভিক্ষুক) বৃদ্ধি হবার জন্য আসাদুল্লাহ আল-গালিব সাহেবকে আল্লাহ তা'য়ালা আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাবেন। আব্দুর রজ্জাক বীন ইউসুফ সাহেবকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাবেন। মোজাফফর বীন মুহসিন সাহেবকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাবেন। আপনাদের মত এতো বড়, এতো অর্থ-সম্পদশালী নেতা যেখানে আছে সেই অঞ্চলে কেন যাঞ্চাকারী (ভিক্ষুক) বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে কী আপনারা যাঞ্চাকারীর পাশে দাড়ান নাই? তাদের মুখে খাদ্য তুলে দেন নাই? তবুও কেন তাদের মানুষের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার হাত পাততে হলো অথচ তখন আপনাদের বসবাসের জন্য দামি বাড়ি, চলাচলের জন্য দামি গাড়ি, ছলাত আদায়ের জন্য প্রাসাদরুপি মাসজিদ, তাতে বিলাস বহুল এসি?

রাজশাহীতে ঘটে যাওয়া কয়েকটি বাস্তব ঘটনার মধ্যে একটি ঘটনা আমি উল্লেখ করছি। একদিন আমি রাজশাহীর আলুপট্টি থেকে জিরোপয়েন্টে যাবার পথে মাঝা-মাঝি স্থানে রাস্তার বাম পাশে দাড়িয়ে আছি এমন সময় দেখি একটি বৃদ্ধ মহিলা ময়লা যুক্ত ছিড়া একটি শাড়ি পড়ে, নষ্ট একটি মাক্স মুখে দিয়ে মানুষের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছে। মহিলাটিকে এর পূর্বেও একদিন আমি দেখেছিলাম আমার শাহ মাখদুম থানার পাশে দুজনের কাছে সাহায্য চাইতে গিয়েছিলো। তার করুণ অবস্থা দেখে আমি অন্তরে অনেক কষ্ট অনুভব করেছিলাম ফলে আমার সাধ্য অনুযায়ী তাকে সাহায্য করলাম এবং তাতে পরবর্তিতে এই কাজ করতে নিষেধ করে দিয়েছিলাম। এবং তার সাথে তার বাড়িতে আমার একজন সাথী

ভাইকে পাঠিয়ে দিয়ে ছিলাম, তার যাঞ্চা করার কারণ কী তা সন্ধানের জন্য। আমার সেই সাথী ভাই নাঈমুল তার যাঞ্চার বাস্তব কারণটাই জানিয়েছিলো। অতঃপর সেই দিন আমি রাস্তার পাশে দাড়িয়ে আছি হঠাৎ সেই মহিলাটি আমার দিকে তাকিয়ে কেঁদে ফেলল, আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনাকে এটা করতে নিষেধ করেছিলাম আবার এটা করছেন কেন? তিনি আমার হাতটি ধরে বলল, বেটা তুমি যেই টাকাটা দিয়ে ছিলে সেটা দিয়ে আমার ছোট মেয়েটিকে বিয়ে দিয়েছি, তোমরাতো তাকে দেখেছিলে, সেই মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে আমি টাকাটি আর অন্য কোন কাজে লাগাতে পারিনি। এই দেখ গতকালের কথা তোমাকে বলি বেটা, গতকাল সারাদিন না খেয়ে ছিলাম সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত মানুষের কাছে ঘুরে ঘুরে ৭০ এর উপর ৫ টাকা পেয়েছি। তা নিয়েই যখন বাড়িতে গেলাম বাড়িতে ঢুকতেই (বড়) পঙ্গু মেয়েটা আমার, আমাকে দেখেই হাওমাও করে কেদে উঠল আমার দিকে হাংগুড় অর্থাৎ হামাগুড়ি দিয়ে আসতে লাগলো। আমি দৌড়ে গিয়ে মেয়েটির কাছে বসে জিজ্ঞেসা করলাম, কি হয়েছে মা? মেয়েটি আমার, আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলো, মা সকাল থেকে কিছু না খেয়ে থাকায় খিদের যন্ত্রনায় না থাকতে পেরে হামাগুড়ি দিয়ে পাশের বাড়ির চাচির কাছে গিয়ে কিছু খাবার চেয়ে ছিলাম, চাচি খাবার না দিয়ে আমাকে নেংড়ি মরতে পারিস না বলে, আমার পাজরে একটি লাত্থি মেরে তাদের বাড়ির ড্রেনের মধ্যে ফেলে দিয়েছিলো। ঐ চাচির পায়ের জোতার আঘাতে আমার পাজা দিয়ে রক্ত বের হয়ে গিয়েছিলো আর ড্রেনে পড়ে গিয়ে আমার কাপড় নষ্ট হয়ে গেছে। বলেই আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলো। আমি কষ্টটাকে আমার বুকে চাপা দিয়েই বেটা কাঁদতে কাঁদতে আমার ব্যাগ থেকে মানুষের দেওয়া একটি পাউরুটি বের করে আমার পঙ্গু মেয়েটার হাতে দিলাম আর ১ গ্লাস পানি দিয়েই আমি ঐ টাকাটা নিয়ে দোকানে এসে ২৬ টাকার হাফ কেজি চাল আর বাকি টাকার অন্য কিছু বাজার করে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে রান্না করে মেয়েটিকে নিয়ে খেয়ে শুয়ে থাকলাম।

আজ আবার সকালেই বের হয়েছি এই পর্যন্ত কিছুই খাই নাই। এই দেখ, বেটা এই দেখ সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত এই টাকা গুলো পাইছি। একথা বলতে বলতে বৃদ্ধ মহিলাটি তার ব্যাগ থেকে টাকা গুলো বের করে আমার হাতে গুনতে দিলো। আমি গুনে দেখলাম সকাল থেকে বেলা তখন সাড়ে ১১টা পর্যন্ত ২৮ টাকা পেয়েছে মহিলাটি এই করুণ অবস্থা দেখে লজ্জায় আর কষ্টে বুকটা আমার ফেটে যাচ্ছিলো। আমার জুব্বার পকেটে হাত দিয়ে যেই টাকাটা ছিলো তা বের করে কোন রকম সেই বৃদ্ধ মহিলাটির হাতে দিয়েই চোখে পানি মুছতে মুছতে ওখান থেকে সড়ে গেলাম। তখন থেকেই আমার মনে বারবার চিন্তা আসছিলো। আমাদের চাহিদা মাছ, গোস্ত, পোলাও, বিরিয়ানীর। আর এই বৃদ্ধ মহিলাটির সারা দিনের চাহিদা ১ কেজি চাউল।

যার সারা দিনে আয় ৭০/৮০ টাকা। সেই ৬০ টাকা দিয়ে ১ কেজি চাল কিনার পর। আর তেল, নুন, সবজি কিনার টাকা কোথায় পাবে? বিষয়টি আমাকে অনেক কষ্ট দিচ্ছিলো। বাড়িতে এসেই কথাটি বার বার মনে হওয়ায় বুক ফেটে কান্না আসছিলো। আর বলছিলাম হে আল্লাহ! এই বৃদ্ধ দরিদ্র মানুষটির জন্য তুমি আমাকে গ্রেপ্তার করো না। আমি আমার সাধ্য অনুযায়ী চেষ্টা করেছি, আর আমি! আমিও একজন নিঃস্ব, দরিদ্র এতিম ছেলে। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা করো। এর সাথে সাথে আমি সেই সকল ইসলামী নেতাদেরকে ধিক্কার দিচ্ছিলাম। যাদের শতশত মাসজিদের মধ্যে থেকে একটি মাসজিদের ১টি এসি বিক্রয় করে দিলেই এই বৃদ্ধ মহিলাটির ছোট একটি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়। যে টাকায় বৃদ্ধমহিলাটি কিছু লবন, মশলা-পাতি নিয়ে বাড়িতে বসেই বস্তির মহিলাদের কাছে বিক্রয় করতে পারবে। যা দিয়ে তাদের দুই মা-মেয়ের অন্যের দ্বারে দ্বারে না চেয়েই সংসার চলবে। আমার এমন অবস্থা দেখে আমার এক সাথী ভাই নাজমুল হোসেন ও আমার প্রিয় বন্ধু শামীম বীন মুখলেছ (আল্লাহ তাকে হেফাজত করুন) আমাকে বার বার সান্ত্বনা দিচ্ছিলো।

অতঃপর কিছুদিন অতিবাহিত হবার পর আমার হাতে কিছু টাকা হলো। টাকাটা নিয়ে আমি সেই বৃদ্ধ মহিলার বস্তিতে সেই বাড়িতে গেলাম, গিয়ে জানতে পারলাম সেই বৃদ্ধ মহিলাটি

নিজের খাবারই গোছাতে পারতোনা, মাসে ৫০০ টাকা বাড়ি ভাড়া দেবে কিভাবে? সে জন্য সে বাড়িটি ছেড়ে দিয়ে অন্য যায়গায় চলে গেছে। কোথায় গেছে তা পরবর্তিতে কেও বলতে পারেনি।

হে পাঠকবৃন্দ! আল্লাহর কসম! আমি এই বাস্তব কাহিনীটা আমার উদারতা প্রকাশের জন্য বলি নাই, আমি শুধু বর্তমান সমাজের বাস্তবরূপ আপনাদেরকে জানানোর জন্য বলেছি। আর এটা জানানোর জন্য উল্লেখ করছি যে, দেশের মানুষের এই রকম অবস্থার জন্য মহান আল্লাহ তা'য়ালা যে শুধু সরকারকেই ধরবে তা নয়, বরং যারা এই দেশের বড় বড় ও বিত্তশালী ইসলামী দলগুলোর নেতৃত্ব দিচ্ছে, আর নিজেদেরকে হক দল বলে প্রচারের চেষ্টা করছে। সেই সকল নেতাদেরকেও ধরবেন। আজকে আমার এই কথাগুলোর বিপক্ষে হয়তো অনেক দলিল দেখিয়ে বিতর্কে বিজয়ী হতে পারবেন। কিন্তু হাশরের ময়দানে মহান আল্লাহ তা'য়ালার কাছে পাশ কাটিয়ে যেতে পারবেন না। আপনারা নিজেরা মানুষের কাছে দান খয়রাতের ওয়াজ করে নিজেদের সংগঠনের ও প্রতিষ্ঠানের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেন ঠিকই। কিন্তু আপনাদের দানের কথা আপনারা ভুলে যান। ভুলে যান এদেশের হাজারো মুসলিম দরিদ্র ভাইদের কথা।

অথচ আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা:) বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণে সচেষ্ট হয়। মহান আল্লাহ তা'য়ালা তার প্রয়োজন পূরণ করে দেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের পার্থিব কষ্ট বা বিপদ দূর করে দেয়, এর বদৌলতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা কিয়ামতের দিন তার কষ্ট বা বিপদ দূর করে দেবেন। <u>(রিয়াদুস সালেহীন ১ম খন্ড হা: ২৩৩)</u>

হয়তো বিতর্কের খাতিরে এখন বলতে পারেন, এই যাঞ্চাকারীদের মধ্যে অধিকাংশই তারা অভাব ছাড়াই পেশার জন্য করছে। অর্থাৎ নকল যাঞ্চাকারী। কিন্তু আপনাদের পক্ষ থেকে এমন কথা গ্রহণ যোগ্য হবে না। কেননা আল্লাহ রসূল (ﷺ) বলেছেন, আমার পক্ষ হতে একটি কথা হলেও তা অপরের কাছে পৌঁছে দাও <u>(তাহাবী শরীফ, হাদীস নং-৫৫৭০; সহীহ</u>

বুখারী, হাদীস নং-৩২৭৪; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস নং-৬২৫৬; সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং-২৬৬৯)

কাজেই আপনাদের উচিৎ হবে এইসকল যাঞ্চাকারীদের পাশে দাড়িয়ে তাদের বাস্তব খোজ খবর নেয়া। যদি সে সত্য ও অভাবী হয় তবে উচিত আপনার বা আপনার সংগঠনের অর্থ থেকে তার জন্য ছোট একটি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেওয়া।

আপনারা জানেন এক জৈনিক ব্যক্তি আল্লাহর রসূল (ﷺ) এর কাছে এসে সাহায্যের আবেদন করলেন। রসূল (ﷺ) জিজ্ঞেস করলেন : তোমার ঘরে কিছু আছে কি? সে বললো, একটি কম্বল আছে, যার কিছু অংশ আমরা পরিধান করি এবং কিছু অংশ বিছাই। একটি পাত্রও আছে, তাতে আমরা পানি পান করি। তিনি বললেন, সেগুলো আমার কাছে নিয়ে এসো, লোকটি তা নিয়ে এলে রসূলুল্লাহ (ﷺ) তা হাতে নিয়ে বললেনঃ এ দুটি বস্তু কে কিনবে? এক ব্যক্তি বললো, আমি এগুলো এক দিরহামে নিবো। তিনি দুইবার অথবা তিনবার বললেনঃ কেউ এর অধিক মূল্য দিবে কি? আরেকজন বললো, আমি দুই দিরহামে নিতে পারি। তিনি ঐ ব্যক্তিকে তা প্রদান করে দিরহাম দু'টি নিলেন এবং ঐ আনসারীকে তা প্রদান করে বললেনঃ এক দিরহামে খাবার কিনে পরিবার-পরিজনকে দাও এবং আরেক দিরহাম দিয়ে একটি কুঠার কিনে আমার কাছে নিয়ে এসো। লোকটি তাই করলো। রসূলুল্লাহ (ﷺ) স্বহস্তে তাতে একটি হাতল লাগিলে দিয়ে বললেনঃ যাও, তুমি কাঠ কেটে এনে বিক্রি করো। পনেরো দিন যেন আমি আর তোমাকে না দেখি। লোকটি চলে গিয়ে কাঠ কেটে বিক্রি করতে লাগলো। অতঃপর সে আসলো, তখন তার নিকট দশ দিরহাম ছিলো। সে এর থেকে কিছু দিয়ে কাপড় এবং কিছু দিয়ে খাবার কিনলো। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ ভিক্ষা করে বেড়ানোর চেয়ে এ কাজ তোমার জন্য অধিক উত্তম। কেননা ভিক্ষার কারণে ক্বিয়ামাতের দিন তোমার মুখমন্ডলে একটি বিশ্রী কালো দাগ থাকতো। ভিক্ষা করা তিন ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারোর জন্য বৈধ নয়। (১) ধুলা-মলিন নিঃস্ব ভিক্ষুকের জন্য ; (২) ঋণে জর্জরিত ব্যক্তি ; (৩) যার উপর রক্তপণ আছে, অথচ সে তা পরিশোধ করতে অক্ষম। (সুনানে আবু দাউদ ১৬৪১; তিরমিযী ১২১৮; নাসায়ী ৪৫২০; ইবনু মাজাহ হা: ২১৯৮;

মিশকাতুল মাসাবিহ ১৮৫১; সিলসিলাহ্ আস্ সহীহাহ্ ২৭৮৭; সহীহ্ আল জামি‘ আস্ সগীর ৬০৪১; হাদিস সম্ভার ১০১৮; আহমাদ)

যদি সংগঠনে অর্থ সংকট থাকে তবে আপনাদের ঐ প্রাসাদরুপি মাসজিদের একটি এসি খুলে বিক্রয় করে সেই গরীবকে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দিন। আর যদি বুঝতে পারেন, এই যাঞ্চাকারী নকল, তবে তাকে আল্লাহর রসূল (ﷺ) এর হাদিছ বুঝিয়ে দিন যে, এই সকল যাঞ্চাকারীর সংগ্রহীত অর্থকে আল্লাহর রসূল (ﷺ) জাহান্নামের আগুন বলে অভিহিত করেছেন। (আবু দাউদ, কুরতুবী, তাফসিরে আনোয়ারুল কুরআন ২য় খন্ড পৃ: ৬১২)

তাকে বুঝিয়ে দিন যে, আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা:) বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি সব সময় মানুষের কাছে চেয়ে থাকে, সে কিয়ামাতের দিন এমন ভাবে উপস্থিত হবে যে, তার চেহারায় কোন গোস্ত থাকবে না। (বুলুগুল মারাম হা: ৬৩৯, ছহীহ বুখারী হা: ৪৭১৮, মুসলিম হা: ১০৪০)

তাকে সেই হাদিছটা বুঝিয়ে দিন যেই হাদিছে যুবাইর ইবনু ‘আওয়াম (রাঃ) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ তোমাদের মধ্যে কেউ রশি নিয়ে তার পিঠে কাঠের বোঝা বয়ে আনা এবং তা বিক্রি করা, ফলে আল্লাহ তার চেহারাকে (যাচ্ঞা করার লাঞ্ছনা হতে) রক্ষা করেন, তা মানুষের কাছে সওয়াল করার চেয়ে উত্তম, চাই তারা দিক বা না দিক। (বুলগুল মারাম হা: ৬৪১, ছহীহ বুখারী ১৪৭১, ২০৭৫, ২৩৭৩)

আবু হুরায়রা (রা:) বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার সম্পদ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে লোকদের নিকট যাঞ্চা (ভিক্ষা/চাওয়া) করে, প্রকৃত পক্ষে সে জ্বলন্ত আগুনই যাঞ্চা করে। কাজেই সে চাইলে জ্বলন্ত আগুন কমও চাইতে পারে বেশিও চাইতে পারে। (বুলুগুল মারাম হা: ৬৪০, ছহীহ মুসলিম হা: ১০৪১, ইবনু মাজাহ হা: ১৮২৮)

মহান আল্লাহ তা’য়ালা আমাদেরকে দরিদ্র-অসহায়দের অধিকার বুঝিয়ে দেবার তাওফিক দান করুন। আমিন।

২. মিসকীন

মিসকীন দ্বারা সাধারন অভাবগ্রস্ত লোক অপেক্ষা অধিক দুর্দশাগ্রস্ত লোককে বুঝায়। সহায়-সম্বলহীন, শ্রান্ত-ক্লান্ত ও লাঞ্চনাময় জীবন যার। এমন লোককে মিসকীন বলে। আল্লাহর রসূল (ﷺ) এমন লোককে ছদকা তথা যাকাত পাওয়ার উপযুক্ত বলেছেন। যারা নিজেদের প্রয়োজন পূরণের পরিমাণ উপায়-উপাদান অর্জনে অক্ষম, কিন্তু তাদের আত্মসম্মানবোধ কারো কাছে হাত পাততে বাধা দেয়। আর তাদের বাহ্যিক অবস্থা দেখে কেউ তাদের সাহায্যে এগিয়েও আসে না। এমন লোককে মিসকীন বলে। এক কথায় বলতে গেলে মিসকীন দ্বারা এক দরিদ্র ভদ্রলোককে বুঝায়। (শব্দে শব্দে আল কুরআন, মাওলানা হাবিবুর রহমান- ৫ম খন্ড পৃ: ৬৮)

মিসকীনদের সম্পর্কে হযরত আবু হুরায়রা (রা:) বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন, প্রকৃত মিসকীন সে নয় যে মানুষের কাছে ভিক্ষার জন্য ঘুরে বেড়ায় এবং ১/২ লুকমা অথবা ১/২ টি খেজুর পেলে ফিরে যায় বরং প্রকৃত মিসকীন সেই ব্যক্তি যার এতটুকু সম্পদ নেই, যাতে তার প্রয়োজন মিটাতে পারে এবং তার অবস্থা সেরূপ বোঝা যায় না যে, তাকে দান খয়রাত করা যাবে আর সে মানুষের কাছে যাঞ্চা করে বেড়ায় না। (ছহীহ বুখারী ২য় খন্ড হা: ১৪৭৯)

অর্থাৎ, এমন লোকদেরকে মিসকীন বলা যায়। যারা অভাবী, কিন্তু তাদের অবস্থা দেখে সহজে কেহই বুঝতে পারবে না, তাদের অভাব রয়েছে। আবার তারা তাদের চক্ষু লজ্জায় ও সম্মানহানির জন্য কারো নিকট সাহায্যের আবেদনও করে না। কাজেই তাদের মনের কষ্টটা সহজে কেহই বুঝে উঠতে পারে না। আবার এমন মধ্যবিত্ত্ব মুসলমানও রয়েছে। যারা অক্লান্তভাবে অবিরাম ইসলামের কাজ করে যাচ্ছে। ফলে অর্থ উপার্জন করতে পারছেনা। ফলে তাদের সংসারে অভাব অনটন দেখা দেয়। কিন্তু চক্ষু লজ্জায় তারা তাদের অবস্থার কথা মানুষের নিকট বলতেও পারে না। তাদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

لِلْفُقَرَآءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِى الْاَرْضِ ۫ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَآءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ۚ تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمٰهُمْ ۚ لَا يَسْـَٔلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا ؕ وَ مَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللهَ بِهٖ عَلِيْمٌ .

এ ব্যয় এমন অভাবগ্রস্তদের জন্য যাদেরকে আল্লাহর পথে এমন ভাবে আবদ্ধ করা হয়েছে যে তারা জমিনে (জীবিকার সন্ধানে) ঘোরাফেরা করতে পারে না। না চাওয়ার কারণে অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে অভাব মুক্ত মনে করে, তাদের লক্ষনেই তুমি তাদেরকে চিনতে পারবে। তারা মানুষের নিকট মিনতি সহকারে যাঞ্চা করে না। আর তোমরা এদের জন্য যে উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করো, অবশ্যই আল্লাহ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত। (সূরা বাক্বরহ আ: ২৭৩)

উক্ত আয়াতের আলোচনায় মাওলানা হাবিবুর রহমান বলেন, এখানে যে সব লোকের কথা বলা হয়েছে তারা হলেন এমন লোক যারা আল্লাহর দ্বীনের খেদমতে নিজেদেরকে সার্বক্ষনিকভাবে ওয়াকফ করে দিয়েছেন এবং নিজেদের সময়কে পূর্ণাঙ্গ ভাবে আল্লাহর দ্বীনের কাজে ব্যয় করে দেয়ার কারণে নিজেদের জীবিকার্জনের জন্য চেষ্টা সাধনা করার সুযোগই তাদের নেই।

আল্লাহর রসূল (ﷺ) এর যুগে এ ধরনের স্বেচ্ছা সেবকদের একটি পূর্নাঙ্গ দলই ছিল যারা ইতিহাসে "আসহাবুছ ছুফফা" নামে খ্যাত। তারা সংখ্যায় ছিলেন ৩/৪ শত। তারা নিজেদের ঘর-বাড়ি ও পরিবার-পরিজন ছেড়ে মদিনায় এসে পড়েছিলেন। তারা সর্বদা আল্লাহর রসূল (ﷺ) এর সাথে সাথে থাকতেন এবং সার্বক্ষণিক খিদমাতের জন্য প্রস্তুত থাকতেন। আল্লাহর রসূল (ﷺ) যখনই কোন জটিল পরিস্থিতির মুখোমুখি হতেন তাদেরকে পাঠাতেন। আর যখন মাদিনার বাহিরে কোন কাজ থাকতনা, তখন তারা মদীনায় অবস্থান করে দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করতেন এবং অন্যদের দ্বীনি শিক্ষা দান করতেন। যেহেতু তারা দ্বীনের সার্বক্ষনিক কর্মী ছিলেন এবং নিজেদের পার্থিব প্রয়োজন পূরণ করার জন্য কোন উপায় অবলম্বন করার সময় পেতেন না। সে জন্য মহান আল্লাহ তা'য়ালা মুসলমানদেরকে বিশেষভাবে তাদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবার জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং বলেছেন যে,

আল্লাহর পথে ব্যয়ের এটাই উত্তম খাত। (শব্দে শব্দে আল কুরআন- ২০১৮ই মার্চ ৩য় প্রকাশ, সৌরভ বর্ণালী প্রকাশনী, ঢাকা পৃ: ৩০৩)

কাজেই যাকাতে আটটি খাতের ২য় খাতটি মহান আল্লাহ তা'য়ালা সেই সকল মুসলিমদের জন্য নির্ধারণ করেছেন। যারা দ্বীন ইসলামকে সমুন্নত রাখার জন্য অবিরত শ্রম দিয়ে যাচ্ছে, ফলে তাদেরকে অভাবগ্রস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হতে হচ্ছে। তাদের চক্ষু লজ্জার কারনে মুসলিম নেতাদের নিকট তারা সাহায্যের আবেদন করতে পারে না।

তাদের অবস্থা দেখে একটা সমাজের মূর্খ লোকগুলো তাদের আড়ালে বা প্রকাশ্যে ভ্রু উল্টিয়ে বাজে মন্তব্য করে যে, "পেটে ভাত নাই, নেতা হবার সখ।" অথবা তাদের দেখে বলে, বিদেশ থেকে কিংবা দল থেকে টাকা পায় সেজন্যই সারাদিন মুখে ন্যায়-নীতির কথা বলে বেড়ায়। এমন বিভিন্ন ধরনের উপহাস মূলক মন্তব্য করে, অথচ সেই লোকগুলো এই অজ্ঞ লোকদের জন্যই কল্যানের কাজ করে যায়। দ্বীন ইসলামের দাওয়াতি কাজ অথবা দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্টা করার লক্ষেই বিভিন্ন কাজে তারা আত্মনিয়োগ করে থাকেন। আর তারাই হলো আল্লাহ তা'য়ালার নির্ধারিত সীমার মধ্যে অবস্থানকারী এবং অন্যদেরকে আল্লাহর নির্ধারিত সীমার মধ্যে অবস্থানের জন্য আহবানকারী। যদি তারা আল্লাহর নির্ধারিত সীমার মধ্যে না থাকে এবং অন্যদেরকে সেখানে অবস্থানের জন্য আহবান না করে, তবে গোটা জাতিকেই আল্লাহর শাস্তির অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।

হযরত নু'মান ইবনু বাশীর (রা:) বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, আল্লাহর নির্ধারিত সীমার মধ্যে অবস্থানকারী এবং সীমালংঘনকারীর দৃষ্টান্ত হল-
একদল লোক লটারী করে একটি সমুদ্রযানে উঠলো, তাদের কতক নিচের তলায় আর কতক উপরের তলায় স্থান পেল। নিচের তলার লোকদের পানির প্রয়োজন হলে তারা তাদের উপরের তলার লোকদের কাছ দিয়ে পানি আনতে যায়। পরে তারা নিচের তলার লোকেরা পরস্পর বলল, আমরা যদি আমাদের এখান দিয়ে একটি ছিদ্র করে নেই, তবে উপর তলার লোকদেরকে কষ্ট দেওয়া থেকে বাঁচা যেত। এখন যদি তারা অর্থাৎ উপর

তলার লোকেরা তাদেরকে একাজ করতে দেয় তবে সবাই ধবংস হবে, আর যদি তারা তাদেরকে বাধা দেয়, তবে নিজেরাও বাঁচতে পারবে এবং সবাইকেই বাচাতে পারবে। (আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ৩য় খন্ড প্: ২৭০, অধ্যায় হদ্দ ও অপরাপর বিষয় হা: ৯)

হযরত হুযায়ফা (রা:) বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, ঐ মহান সত্তার শপথ, যার হাতে আমার জীবন। তোমরা সৎকাজের আদেশ দেবে এবং অসৎকাজে নিষেধ করবে, নতুবা অচিরেই আল্লাহ তার কাছ থেকে শাস্তি নাযিল করবেন। এরপর তোমরা তার কাছে দু'আ করবে অথচ তোমাদের দু'আ কবূল করা হবে না। (আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ৩য় খন্ড প্: ২৭১, অধ্যায় হদ্দ ও অপরাপর বিষয় হা: ১৩)

কাজেই যেই লোকগুলোকে বর্তমান সমাজের অজ্ঞ লোকেরা কটু চোখে দেখছে, উপহাসমূলক মন্তব্য করছে, তারাই মুসলিম জাতির প্রকৃত আবেদ। তারা আল্লাহর শাস্তি ও মানুষ জাতির মধ্যে বাধস্বরূপ। তাদের দ্বীনের দাওয়াতি কাজ বন্ধ হয়ে গেলে দুনিয়ার সকল মানুষের উপরই আল্লাহর শাস্তি নাযিল হবে। (মহান আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের ক্ষমা করুন)

অতএব, এই লোকগুলোও মহান আল্লাহ তা'য়ালার বিধান অনুযায়ী যাকাতের একটি অংশ পাবার হকদার। মহান আল্লাহ তা'য়ালা সেই সকল ভাইদের পাশে দাড়ানোর তাওফিক দান করুন। আমিন।

৩. তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারী

ওয়াল ‘আ-মিলীনা ‘আলাইহা অর্থাৎ তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারী দ্বারা যাকাত আদায়, তার হিসাব সংরক্ষক এবং যাকাত বিলি বন্টনের কাজে নিয়োজিত কর্মচারীদেরকে বুঝানো হয়েছে। এসব কর্মচারীকে যাকাতের তহবিল থেকে বেতন দেয়া হবে। আল্লাহর রসূল (ﷺ) নিজের জন্য এবং নিজ বংশ বানী হাশেমের জন্য যাকাতের অর্থ-সম্পদ গ্রহণ করা হারাম করে নিয়েছেন। বানী হাশেম গোত্রের কোন লোক যাকাত বিভাগে কাজ করে মজুরী স্বরূপও যাকাতের অর্থ গ্রহণ করতে পারবে না। (শব্দে শব্দে আল কুরআন মাও: হাবিবুর রহমান ৫ম খন্ড পৃ: ৬৮)

এখানে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা’য়ালা তাদের কথা বলেছেন, যারা যাকাতে গ্রহনের ৩নং শ্রেণীর অর্ন্তভূক্ত। যাকাত গ্রহনের উক্ত শ্রেণীর লোকদের আলোচনা দ্বারা এখানে আরো একটি বিষয় উল্লেখিত হয় যা আমাদের বর্তমান সময়ে প্রচলিত হয়ে আসছে। আর তা হলো- নিজের অর্থ-সম্পদের যাকাত নিয়ে যাকে ইচ্ছা তাকে দেওয়া। এটা সম্পূর্ণ রূপে কুরআন ও সুন্নাহ বিপরীত একটি মনগড়া তৈরি পন্থা। যা বিদআত, আর বিদআত পন্থাটি অবশ্যই অগ্রহণযোগ্য।

হযরত আয়িশা ছিদ্দিকা (রা:) বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমাদের এ দ্বীনের অর্থাৎ দ্বীন ইসলামের মধ্যে এমন নতুন কিছুর প্রবর্তন করে, যা এর অন্তর্ভুক্ত/অন্তর্গত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত। (রিয়াদুস সলেহীন ১ম খন্ড হা: ১৬৯)

যাকাত প্রদানের জন্য প্রথমত প্রয়োজন একজন আমীর বা নেতার। আমার এই কথাটিকে হয়তো অনেকেই বির্তকের খাতিরে এড়িয়ে যাবেন অথবা এর বিপক্ষে কোন যুক্তি তর্ক কিংবা দলিল উপস্থিত করার চেষ্টা করবেন। আবার অনেকেই হযরত আবু তালহা (রা:) এর হাদিসটিও উদ্ধৃতি দিতে পারেন। যেখানে উল্লেখ আছে আবু তালহা (রা:) নিজে তার আত্মিয় স্বজনদের মাঝে যাকাতের সম্পদ বন্টন করেছিলেন। কাজেই আমি নিম্নে হাদিসটা পূর্ণভাবে উল্লেখ করে আলোচনার চেষ্টা করছি।

হযরত আনাস (রা:) বলেন, মদিনার আনসারীগনের মধ্যে আবু তালহা (রা:) সবচাইতে বেশী খেজুর বাগানের মালিক ছিলেন। মাসজিদে নাবাবীর নিকটবর্তী বায়রুহা নামক বাগানটি তার কাছে অধিক প্রিয় ছিলো। আল্লাহর রসূল (ﷺ) তার বাগানে প্রবেশ করে এর সুপেয় পানি পান করতেন। আনাস (রা:) বলেন, যখন এ আয়াত নাযিল হলো- তোমরা যা ভালোবাসো তা হতে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনো পূণ্য লাভ করবে না। (সূরা আল-ইমরান আঃ ৯২) তখন আবু তালহা (রা:) আল্লাহর রসূল (ﷺ) এর কাছে গিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! (ﷺ) আল্লাহ বলেছেন, 'তোমরা যা ভালোবাসো তা হতে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনো পূণ্য লাভ করবে না', আর বায়রুহা বাগানটি আমার কাছে অধিক প্রিয়। এটি আল্লাহর নামে ছদাকা করা হলো। আমি এর কল্যান কামনা করি এবং তা আল্লাহর নিকট আমার জন্য সঞ্চয় রূপে থাকবে। কাজেই আপনি যাকে দান করা ভালো মনে করেন তাকে দান করুন। তখন আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, তোমাকে ধন্যবাদ, এ হচ্ছে লাভজনক সম্পদ, এ হচ্ছে লাভজনক সম্পদ, তুমি যা বলেছো তা শুনলাম। আমি মনে করি, তোমার আপনজনদের মাঝে তা বন্টন করে দাও। আবু তালহা (রা:) বললেন, হে আল্লাহর রসূল (ﷺ), আমি তাই করব। অতঃপর তিনি তার আত্বীয়-স্বজন, আপন চাচার বংশধরের মধ্যে তা বন্টন করে দিলেন। (ছহীহ বুখারী ২য় খন্ড হা: ১৪৬১, ২৩১৮, ২৭৫২, ২৭৫৮, ২৭৬৯, ৪৫৫৪, ৪৫৫৫, ৫৬১১; মুসলিম হা: ৯৯৮; আহমাদ হা: ১২৪৪৯)

উক্ত হাদিছে উল্লেখিত যদিও আবু তালহা (রা:) নিজে তা বন্টন করেছেন। তবুও প্রথমে সেই সম্পদ আমীরের নিকট জমা দিয়েছেন এবং পরবর্তিতে তা আমীরের নির্দেশে নিজেই বন্টন করেছেন। এছাড়া ও যাকাত আদায়ে আদেশ নেতা বা আমীর কর্তৃক হবে এবং যাকাতের হিসাব নেতাকেই দিতে হবে। সে ব্যাপারে আবু হুমাইদ সা'য়িদী (রা:) বলেন, আসাদ গোত্রের ইবনু লুতবিয়া নামক জৈনিক ব্যক্তিকে আল্লাহর রসূল (ﷺ) বনু সুলাইমান গোত্রের যাকাত আদায় করার কাজে নিয়োগ করেন। তিনি ফিরে আসলে তার নিকট হতে নাবী (ﷺ) হিসাব নিলেন। (ছহীহ বুখারী হা: ১৫০০, ৯২৫)

কাজেই যাকাত আদায়ের প্রথম কাজ একটি নেতা বা আমীর। আর সেই আমীর এর নিকটে যাকাতের অর্থ দান করবেন। আর আমীর সেই যাকাত খাত অনুযায়ী প্রদান করবেন। তা ব্যতিত নিজেদের মন মত যাকাত প্রদান করতে চাইলে যা হবে। তা হলো-

নিজেদের মন যাকে পছন্দ করবে, তাকেই যাকাত দিবে, যে চাইতে যাবে তাকেই যাকাত দিবে, যাকাতের অর্থ-সম্পদও পালটিয়ে যাবে। যাকাতের অর্থ-সম্পদের বদলে তখন শাড়ি-লুঙ্গি দিবে, যাকাতের আটটি খাতের কোন ধার ধারবে না। যাকাত দাতা বাজারে যাবে, ১০/২০ হাজার টাকার যাকাতের শাড়ি-লুঙ্গি ক্রয় করবে এবং যাকে ইচ্ছা তাকেই দিয়ে দিবে।

হে যাকাত দাতা! আমি বলতে চাই, এই যাকাতের বিধান তুমি কোথায় পেলে? কে শিখিয়েছে তোমাকে এই বিধান? তুমি ১০/২০ হাজার টাকার যেই শাড়ি-লুঙ্গি ক্রয় করেছো, তা সম্পূর্ণই মাটি হয়ে গেছে। নফল ছদাকার নেকিও হয়নি তোমার। তুমি কুরআনের বিধান পাল্টিয়ে দিয়েছো, নিজের মন গড়া বিধান অনুযায়ী যাকাত আদায় করেছো। অবাক হয়ে যাই, যখন কোন মার্কেটে গিয়ে বস্ত্র বিতান দোকানের সামনে মোটা কালিতে লেখা একটি কার্ড ঝুলানো দেখি, যেখানে লেখা থাকে- ‘‘এখানে যাকাতের শাড়ি-লুঙ্গি সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়!’’

হে মুসলমান! শয়তান আপনাকে এই সাইনবোর্ড লিখতে শিখিয়েছে। সাইনবোর্ড ছিড়ে ফেলে তাওবা করে ফিরে আসুন। আপনার শাড়ি-লুঙ্গিতে মুসলমানের যাকাত আদায় হয় না। মুসলমানদের সাথে প্রতারণা করা হয়। মুসলমানদেরকে ঠকানো হয়। হ্যা, আপনি মানুষকে শাড়ি-লুঙ্গিও যাকাত হিসেবে দিতে পারবেন। যদি আপনার শাড়ি-লুঙ্গির ব্যবসা থাকে। আর সেই ব্যবসায়ের মাল সাড়ে বাহান্ন ভোরী রূপার মূল্যের সমান থাকে। আর যদি আপনার ঋণ না থাকে। তবে আপনি আপনার ব্যবসায়িক মাল শাড়ি-লুঙ্গি হতে ঐ অর্থের সমপরিমান শাড়ি-লুঙ্গি যাকাত দিতে পারবেন।

কিন্তু এই বিধান আপনি কোথায় পেলেন? নগদ অর্থ দিয়ে যাকাতের শাড়ি-লুঙ্গি ক্রয় করে তা গরীবদের মাঝে বিতরণ করবেন? আপনার এই যাকাত মুসলমানদের দারিদ্রতা দূর করার বদলে মুসলমানদেরকে ভিক্ষা করা শিখাবে। আপনার দেওয়া ঐ শাড়ি-লুঙ্গি এক বছর ব্যবহার করে নষ্ট হয়ে যাবে। পরের বছর সেই ব্যক্তিটি আবার আপনার কাছে গিয়ে ১টি শাড়ি অথবা লুঙ্গি ভিক্ষা চাইবে।

বন্ধ করুন এই মনগড়া যাকাত প্রথা -আল্লাহর গজব নামবে। হে যাকাত দাতা! তাওবা করুন, আল্লাহর দেখানো বিধান অনুযায়ী যাকাত দান করুন। যাকাতের পুংখানু পুংখ হিসাব তৈরি করুন। অতঃপর সঠিকভাবে কুরআনের বিধান অনুযায়ী যাকাত প্রদান করুন। আপনি সঠিক ভাবে যাকাত আদায়ের মাধ্যমে নিজেকে পবিত্র করুন। মহান আল্লাহ তা'য়ালা নাবী (ﷺ) কে বলেন,

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .

তাদের সম্পদ হতে ছদকা অর্থাৎ যাকাত গ্রহণ করবেন, এর দ্বারা তাদেরকে পবিত্র ও পরিশোধিত করবেন। আপনি তাদের জন্য দু'আ করবেন। আপনার দু'আ তাদের জন্য অন্তর প্রশান্তি করবে। (সূরা তাওবাহ আ: ১০৩)

কাজেই আপনার যাকাত আপনি সঠিক ভাবে আদায় করে নিজেকে পবিত্র করুন। একজন নাপাকী যুক্ত মুসলমান যেমন শরীয়ত অনুমোদিত পদ্ধতিতে অযু-গোসল না করে, নিজের মন মতো পদ্ধতি তৈরি করলেই, সেই পদ্ধতি অবলম্বন করলে যেমন শরীর পবিত্র হবে না, তেমনি ভাবে যাকাতের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাতও নিজের মন মতো পদ্ধতি অনুযায়ী প্রদান করলেও নিজেকে বা নিজের সম্পদকেও পবিত্র করা যাবে না।

শরীয়তের বিধান শরীয়ত অনুযায়ী পদ্ধতিতেই আদায় করতে হবে। অথবা যখন কোন আমীর বা নেতার কাছে যাকাতের অর্থ জমা করা হবে। তখন তা সূরা মাজলিসের আলোচনার মাধ্যমে যাকাতের অর্থ-সম্পদ ব্যয়ের খাত অনুযায়ীই আদায় করা হবে। তবে

সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই ‘‘উলিল আমীর’’ কে গুরুত্ব দিতে হবে। যেই আমীর এর ব্যাপারে মহান আল্লাহ তা’য়ালা বলেন,

يَٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِى الْأَمْرِ مِنكُمْ .

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ ও তার রসূলের আর আনুগত্য কর যে তোমাদের ‘‘উলিল আমর (আমীর)’’ তার। (সূরা নিসা আ: ৫৯)

কাজেই ‘‘উলিল আমর তথা আমীর’’ এর আনুগত্য করার জন্য আল্লাহর আদেশ যখন আছে তখন ‘‘উলিল আমর তথা আমীর’’ এর পরিচয় জানাটাও অতীবও জরুরী। কিন্তু সাবধান! ‘‘উলিল আমর তথা আমীর’’ এর সন্ধান করতে গিয়ে কেহ যেন আবার এদেশের শাসককে ‘‘উলিল আমর তথা আমীর’’ মনে না করেন। আর যদিও যাকাত উত্তোলনের দায়িত্ব মুসলিম দেশের মুসলিম শাসকের। তবুও যে দেশের শাসক মুসলমানদের জান-মাল, ইজ্জতের নিরাপত্তার বদলে যুলুম, নিপীড়ন, নির্যাতনে পারর্দশী, যে দেশের মুসলিম শাসক যাকাতের পরিবর্তে সুদকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দিয়ে আল্লাহ ও তার রসূল (ﷺ) এর সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করে। মহান আল্লাহ তা’য়ালা বলেন,

يَٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبَوٰٓا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۝ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۝

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদকে বর্জন কর। যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক। অতঃপর যদি তোমরা বর্জন না কর তবে আল্লাহ ও তার রসূলের সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যাও। কিন্তু যদি তোমরা তাওবা কর তবে তোমরা মূলধন পেয়ে যাবে। তোমরা কারো প্রতি অত্যাচার করো না এবং তোমরা অত্যাচারিত হবে না। (সূরা বাক্বরহ আ: ২৭৮-২৭৯)

সে দেশের শাসকের নিকট মুসলমানদের জমাকৃত অর্থ-সম্পদ নিরাপদ নয়। এমন হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয় যে, আপনাদের জমাকৃত অর্থ দ্বারা বুলেট ক্রয় করে, সেই শাসক

আপনাদেরই শ্রেষ্ঠ সন্তান আলেম-ওলামাদের বুকে গুলি করার আদেশ দিবে। তবে যারা যাকাতের অর্থ-সম্পদ জমা বা একত্রিত করার কোন উপায় না পেয়ে নিজের অর্থ-সম্পদের যাকাত নিজেই যাকে ইচ্ছা তাকে প্রদান করছেন সেই সকল যাকাত দাতার জন্য পরার্মশ্য।

যাকাত দাতার জন্য পরামর্শঃ

এটা অবশ্যই বোঝা যায় যে, বর্তমান সময়ে যারাই যাকাত দানের উপযোগী তাদের মধ্যে অধিকাংশ্যই সমাজের অর্থ-সম্পদশালী ও মধ্যবিত্ত। কাজেই বর্তমান সমাজে তাদের কথায় গ্রহণযোগ্যতাও রয়েছে। তাই যাকাত দাতাদের জন্য আমার পরার্মশ্য। আপনার ও আপনার আশে-পাশের এলাকার মাসজিদের ইমাম সাহেবদের নিয়ে একটি যাকাত কমিটি গঠন করুন।আর সেই যাকাত কমিটির সকল সদস্যদের মধ্যে হতে একজনকে কমিটির প্রধান নির্ধারণ করুন। তাদের মধ্য হতে যে তাকওয়াবান, সাহসী, সত্য কথা বিদ্যুৎ গতিতে বলে, ইবাদাত প্রিয়, এমন একজন ব্যক্তিকে যাকাত কমিটির প্রধান নির্ধারণ করুন। এবং সেই প্রধানের নিকট আপনাদের যাকাতের অর্থ-সম্পদ জমায়েত করুন। অতঃপর আপনারা যেই সীমানা নিয়ে একটি যাকাত কমিটি গঠন করেছেন, যাকাত কমিটির মাধ্যমে সেই এলাকায় আপনার যাকাতে যাদের হক রয়েছে সেই সকল মানুষদের মাঝে বিতরণ করে দিন। মনে রাখবেন, ছলাত আদায়ের জন্য যেমন ইমাম প্রয়োজন, তেমনি যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে একজন ইমামের গুরুত্ব রয়েছে অনেক।

কাজেই যখন মুসলিমদের কোন ইমাম বা নেতার আওতাধীন হবেন তখন মুসলিমদের সেই নেতাই আপনাদের নিকট হইতে যাকাতের অর্থ-সম্পদ উত্তোলনে জন্য তার সহকারী নিয়োগ দেবেন। যা যাকাত আদায় সংশ্লিষ্ট সহকারী অর্ন্তভূক্ত।

তৎসংশ্লিষ্ট সহকারীদের সম্পর্কে আলোচনাঃ

এরা ‘‘উলিল আমর তথা আমীর’’- এর পক্ষ হইতে লোকদের কাছ থেকে যাকাত ও উশর প্রভৃতি আদায় করে যাকাত তহবিলে জমা দেবার কাজে নিয়োজিত থাকে। এনারা যেহেতু একাজে নিজেদের সময় ব্যয় করে, সেহেতু তাদের জীবিকা নির্বাহের দ্বায়িত্ব আমীর এর

উপর বর্তায়। কুরআন মাজীদের উল্লেখিত আয়াত যাকাতের একাংশ তাদের জন্য রেখে একথা পরিষ্কার করে দিয়েছে যে, তাদের পারিশ্রমিক যাকাতের খ্যাত থেকেই আদায় করা হবে। এর মূল রহস্য হলো এই যে, মহান আল্লাহ তা'য়ালা মুসলমানদের থেকে যাকাত ও ছদকা আদায়ের দ্বায়িত্ব দিয়েছেন আল্লাহর রসূল (ﷺ) কে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, খুজ মিন আম ওয়া-লিহিম ছদ্বাক্বত। অর্থ- হে রসূল! আপনি তাদের মাল থেকে ছদকা আদায় করুন। (সূরা তাওবাহ আ: ১০৩)

উক্ত আয়াত মতে রসূল (ﷺ) এর অবর্তমানে তার উত্তরাধীকারী খলিফা বা উলিল আমর তথা আমীরের উপর যাকাত ও ছদকা আদায়ের দ্বায়িত্ব বর্তায়। বলাবাহুল্য, সহকারী ব্যতিত আমীর এর পক্ষে এ দায়িত্ব সম্পাদন করা সম্ভব নয়। আলোচ্য আয়াতে আমিলীন বলতে যাকাত আদায়কারী তথা সেই সব সহকারীদের কথা বলা হয়েছে। এ আয়াত মতে নাবী কারীম (ﷺ) অনেক ছাহাবীকে বিভিন্ন স্থানে যাকাত আদায়ের জন্য প্রেরণ করে ছিলেন এবং আদায়কৃত যাকাত থেকেই তাদের পারিশ্রমিক দিতেন। এ সকল ছাহাবীর অনেকে ধনীও ছিলেন। যাকাতের অংশ ধনীদের দেবার ব্যাপারে আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা:) বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, সচ্ছল ব্যক্তির জন্য যাকাত গ্রহণ করা হালাল নয়। তবে পাঁচ শ্রেণীর সচ্ছল ব্যক্তির জন্য তা হালাল।

১। যাকাত আদায়কারী কর্মচারী। ২। যে ব্যক্তি তার নিজস্ব মাল দ্বারা যাকাতের মাল ক্রয় করে। ৩। এবং ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি। ৪। আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধকারী। ৫। কোন গরীব ব্যক্তি তার প্রাপ্ত যাকাত কোন সচ্ছল ব্যক্তিকে উপহারস্বরূপ দিলে। (বুলুগুল মারাম, পর্ব যাকাত হা: ৬৪৩; ইবনু মাজাহ হা: ১৮৪১; আবু দাউদ হা: ১৬২৫, ১৬২৭; মুসনাদে আহমাদ হা: ১১১৪৪, মুয়াত্তা মালেক হা: ৬০৪)

ছদকা আদায়কারীদের কি পরিমান পারিশ্রমিক দেওয়া হবে সে প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক। এ ব্যাপারে হুকুম হলো- তাদের কাজ ও পরিশ্রম অনুসারে পারিশ্রমিক দেওয়া হবে। (আহকামুল কুরআন, আল-জাসসাস; কুরতুবী) তবে তাদের পারিশ্রমিক আদায়কৃত যাকাতের অধিকাংশের বেশি দেওয়া যাবে না। যাকাতের আদায়কৃত অর্থ যদি এতো অল্প

হয় যে, আদায়কারীদের বেতন দিয়ে তার অর্ধেকও বাকি থাকে না। তবে বেতনের হার কমাতে হবে। অর্ধেকের বেশি বেতন খাত ব্যায় করা যাবে না। (তাফসীরে মাযহারী; আয যহীরিয়া)

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা গেলো যে, যাকাত তহবিল থেকে আদায়কারীদের যে বেতন দেওয়া হয়, তা ছদকা হিসাবে নয় বরং পারিশ্রমিক হিসাবেই দেওয়া হয়। তাই তারা ধনী হলেও এ অর্থের উপযুক্ত এবং যাকাত থেকে তাদের দেওয়া জায়েজ। যাকাতের আট প্রকার ব্যয় খাতের মধ্যে এই একটি খাতই এমন যে সেখানে স্বয়ং যাকাতের অর্থ পারিশ্রমিক রূপে দেওয়া যায়। অথচ যাকাত সে দানকেই বলা হয়, যা কোন বিনিময় ছাড়াই গরীবদের প্রদান করা হয়। সুতরাং কোন গরীব কে কাজের বিনিময়ে যাকাত দিলে যাকাত আদায় হবে না। এখানে দুটি প্রশ্ন উঠতে পারে। প্রথমত, যাকাত আদায় কারীদের কাজের বিনিময়ে কিরূপে যাকাতের অর্থ দেওয়া যাবে? দ্বিতীয়ত, ধনীর জন্য যাকাতের অর্থ কিভাবে হালাল হবে। উত্তর একটিই। তা হলো এই যে, ছদকা আদায়কারীদের আসল পরিচয় জেনে নিতে হবে। তারা আসলে গরীবদেরই উকিল স্বরূপ। বলা বাহুল্য, উকিল কিছু গ্রহন করলে তা মক্কেলের গ্রহণ বলেই গন্য হয়। কেউ যদি অন্য লোককে কারো কাছে থেকে কর্জ আদায়ের জন্য উকিল নিযুক্ত করে, তবে কর্জের টাকা উকিলের হাতে অর্পন করলে ও যেমন কর্যদার দায়মুক্ত হয়। তেমনি গরীবদের উকিল হিসাবে ছদকার যে অর্থ তারা সংগ্রহ করবে, গরীবরাই তার মালিক হবে। এরপর যাকাতের অর্থ থেকে আদায়কারীর যে বেতন দেওয়া হয় তা আসলে গরীবদের পক্ষ থেকেই। ধনীদের পক্ষ থেকে নয়। গরীবরা যাকাতের অর্থ যে কোন প্রয়োজনে ব্যয় করতে পারে। সুতরাং যাকাতের অর্থ দ্বারা তাদের উকিলদের পারিশ্রমিক দেওয়ার অধিকারও তাদের থাকবে। অতঃপর প্রশ্ন আসে যে, যাকাত আদায়কারীদেরকে তো গরীবরা উকিল নিযুক্ত করিনি, তারা কেমন করে উকিল সেজে বসল? জবাব হলো যে, "খলিফা বা উলিল আমর তথা আমীর" স্বাভাবিক ভাবেই আল্লাহর পক্ষ থেকে, সে সমুদয় দায়িত্ব তার। তিনি যাকাত আদায়ের জন্য যাদের নিযুক্ত করেন, তারা তাদের প্রতিনিধি হিসেবে গরীবদেরও উকিল

সাব্যস্ত হয়। এ থেকে বুঝা যায় যে, ছদকা আদায়কারীদের বেতন হিসাবে যা দেওয়া হয়, তা মূলত যাকাতের টাকা নয়। বরং যাকাতে যে গরীবদের হক, সে গরীবদের পক্ষ থেকেই তার কাজের বিনিময় মাত্র। (উক্ত আলোচনাটি তাফসিরে আনোয়ারুল কুরআন- পৃ: ৬১২-৬১৩ হতে সংগ্রহকৃত)

বিশেষ ভাবে জানা প্রয়োজনঃ

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বর্তমান যুগে ইসলামী মাদরাসা এবং সে জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালক বা তাদের প্রতিনিধিরা ছদকা ও যাকাত যে ধনীদের থেকে আদায় করেন, তারা উপরোক্ত হুকুমের অর্ন্তভূক্ত নন। তাই যাকাত ছদকা থেকে তাদের বেতন ভাতা আদায় করা যাবে না। বরং ভিন্ন খাত থেকে তার ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ তারা ধনীদের উকিল, গরীবদের নয়। ধনীদের পক্ষ থেকেই যাকাতের টাকা উপযুক্ত খাতে ব্যয় করার অধিকার তাদের দেওয়া হয়। সুতরাং যাকাতের টাকা তাদের হস্তগত হওয়ার পর সঠিক স্থানে ব্যয় না করা পর্যন্ত দাতাদের যাকাতও আদায় হবে না। তারা যে গরীবদের উকিল নয়, তার সুস্পষ্ট কারণ, কোন গরীব তাদের উকিল নিযুক্ত করেনি এবং খলীফা বা উলিল আমর তথা আমীরের প্রতিনিধিত্বও তারা করে না। তাই তাদের পক্ষে ধনীদের উকিল হওয়া ব্যতিত আর কোন পথ খোলা নেই। সুতরাং যাকাত খাতে ব্যয় হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত যাকাতের টাকা তাদের হাতে থাকা ও মালিকের হাতে থাকার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এ ব্যাপারে সাধারণত কোন সাবধানতা অবলম্বন করা হয় না। বহু ইসলামী মাদরাসা ও এ জাতীয় প্রতিষ্ঠান যাকাতের বিস্তর টাকা সংগ্রহ করে বছরের পর বছর সিন্দুকে তালাবদ্ধ করে রাখে। আর যাকাত দাতারা মনে করে যে, যাকাত আদায় হয়ে গেল। অথচ তাদের যাকাত আদায় হবে তখনই, যখন তা যাকাতের নির্ধারিত যে কোন একটি খাতে ব্যয়িত হবে।

৪. যাদের মন দ্বীনের দিকে আকর্ষণ করা প্রয়োজন

কাফেরদের মধ্যে থেকে যাদেরকে ইসলামের দিকে আকর্ষণ করা ইসলামের স্বার্থেই প্রয়োজন। অথবা যাদেরকে ইসলামের বিরোধিতা থেকে বিরত রাখা প্রয়োজন। অথবা যারা সবে মাত্র মুসলমান হয়েছে এখনো ইসলামের সৌন্দর্যে তাদের মন-মগজ আলোকিত হয়ে উঠেনি। আশঙ্কা হয় টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য না করলে কুফুরির দিকে ফিরে যেতে পারে। এসব লোককে ইসলামের দিকে আকর্ষণ করার লক্ষ্যে অথবা ইসলামের বিরোধীতা থেকে বিরত রাখার লক্ষ্যে অথবা বিরোধীতার তীব্রতা কমানোর লক্ষ্যে গনিমতের খাত বা প্রয়োজনে যাকাতের খাত থেকে অর্থ ব্যয় করা যেতে পারে। এদের ফকীর বা মিসকিন হওয়া শর্ত নয়। তারা ধনী ও নেতৃস্থানীয় হলেও উপরোল্লিখিত উদ্দেশ্যে তাদেরকে যাকাতের অর্থ-সম্পদ দেয়া যাবে। (শব্দে শব্দে আল কুরআন, মাও: হাবিবুর রহমান পৃ: ৬৯)

উল্লেখিত শ্রেণীর যাকাতের অর্থ টি ৩ প্রকারের কাফেরদেরকে দেওয়া যেতে পারে। ১। যে কুফুরি মধ্যে ডুবে আছে যদিও কিন্তু তাকে দ্বীন ইসলামের সঠিক দাওয়াত দিয়ে বুঝানো সম্ভব হতে পারে। ২। যে কুফুরির মধ্যে ডুবে আছে এবং সুযোগ বুঝে ইসলামের বড় ধরনের কোন ক্ষতি করার সম্ভবনা আছে, তবে তাকে কিছু অর্থ দিয়ে তা থেকে বিরত রাখতে পারার সম্ভাবনা আছে। ৩। যে কুফুরির মধ্যে আছে। কিন্তু উগ্রতা মনভাব নেই এবং সে এমন একজন জনপদের সরদার যদি ইসলামের কোন দুশমনদের মুকাবিলায় সামনে অগ্রসরের প্রয়োজন হয়, তবে সেই জনপদটি অতিক্রম করেই সামনে অগ্রসর হতে হবে। এমনত অবস্থায় সেই সরদারকে কিছু অর্থ প্রদানের মাধ্যমে মুসলিম কাফেলার পথ প্রতিরোধ থেকে বিরত রাখা যাবে।

প্রথমটির অন্তর্ভুক্ত এমন অমুসলিমকে ধরা যাবে, যে এমন একটি মুসলিম মহল্লায় যেখানে সকলেই মুসলিম, তাদের সাথেই ২/১ জন অমুসলিম বসবাস করে হত দরিদ্র অবস্থায়,

অভাব অনটনের মধ্য দিয়ে, তাদের মন ইসলামের প্রতি আকর্ষনীয় করার উদ্দেশ্যে যাকাতের অর্থ দেওয়া যাবে। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدٰىهُمْ وَلٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ ۗ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ اللَّهِ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ٥

তাদেরকে সৎপথে নিয়ে আসা তোমার দায়িত্ব নয়; বরং আল্লাহ যাকে চান সৎপথে পরিচালিত করেন। আর তোমরা উৎকৃষ্ট বস্তু থেকে যা ব্যয় করবে তা পুরোপুরিই তোমাদেরকে দেয়া হবে এবং তোমার প্রতি যুলুম করা হবে না। (সূরা বাক্বরহ আ: ২৭২)

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় মাওলানা হাবিবুর রহমান বলেন, মুসলমানরা প্রথম দিকে নিজেদের অমুসলিম আত্মীয়-স্বজন এবং সাধারণ অমুসলিম অভাবগ্রস্তদের সাহায্য করতে কুণ্ঠাবোধ করতো। তারা মনে করতো যে, শুধু মাত্র মুসলমান অভাবগ্রস্তদের সাহায্য দান করাই আল্লাহর পথে ব্যয় করা হবে। অত্র আয়াতে সেই ভুল ধারনা দূর করা হয়েছে। আল্লাহর বানীর উদ্দেশ্য এই যে, এসব লোকের অন্তরে হিদায়াতের আলো প্রবেশ করিয়ে দেয়া তোমার দায়িত্ব নয়। তুমি সত্যের বানী পৌছে দিয়েই দায়মুক্ত হয়ে গেছো। এখন এটা আল্লাহর ইচ্ছাধীন, তিনি তাকে হিদায়াত দান করতে পারেন, নাও করতে পারেন। বাকী রইলো পার্থিব ধন-সম্পদ দান করে তাদের প্রয়োজন পূরণ করার ব্যাপার। এ ব্যাপারে তোমরা এতটুকু চিন্তা করো না যে, এসব লোক হিদায়াত গ্রহণ করেনি, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে যে কোন অভাবগ্রস্ত লোককেই তোমরা সাহায্য করবে। তার প্রতিদান অবশ্যই তোমরা পাবে। (শব্দে শব্দে আল কুরআন -মাও: হাবিবুর রহমান পৃ: ৩০২, ৩০৩)

বর্তমান সময়ে অনেক মুসলমান ভাই-ই এমন শ্রেণীর অমুসলিমদের দানের ব্যাপারে কঠোরতা প্রকাশ করেন। তাদের বক্তব্য অমুসলিমরা মুসলমানের শত্রু কাজেই সকল বিষয়েই তাদের সাথে সম্পর্ক ছেদ করতে হবে। এ বক্তব্যটা অবশ্যই বাড়াবাড়ি। যা অমুসলিমদের যতটুকু ক্ষতি করে, তার চেয়ে অধিক ক্ষতি করে মুসলিমদের আদর্শের। একটি বার কী ভেবে দেখেছেন? একই মহল্লায় আপনারা বসবাস করবেন, আপনারা তৃপ্তী সহকারে খাবেন, স্ত্রী-সন্তানদের জন্য খরচ করবেন আর আপনার বাড়ির পাশের অমুসলিম

প্রতিবেশী না খেয়ে দিন অতিবাহিত করবে। স্ত্রী-সন্তানদের মুখে ভাত, পরিধানে বস্ত্র দিতে না পেরে সেই ব্যক্তি চাপা কণ্ঠে আর্তনাদ করবে। আর এমন অবস্থায় তার ইসলামের প্রতি কেমন ধারণা জন্ম নেবে? এমন অবস্থায় যদি সে মৃত্যুবরণ করে। তবে তার অন্তরে ইসলামের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টির কারণে, ইসলাম গ্রহন না করার জন্য, নিঃসন্দেহে আপনিই দায়ী থাকবেন।

মনে রাখবেন, ইসলাম যুদ্ধের ময়দানেও মানবতাকে গুরুত্ব দিয়েছে। নারী, শিশু, বৃদ্ধাদের আঘাত করতে নিষেধ করেছেন। আর একজন প্রতিবেশীকে আপনি যুলুম করেছেন, ইসলামের প্রতি তার অন্তরে ঘৃণা সৃষ্টির মাধ্যম তৈরি করে দিয়েছেন। অথচ মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ ٥

আর মুশরিকদের মধ্যেকার কেহ যদি তোমার কাছে আশ্রয় চায়, তবে তাকে আশ্রয় দাও। যাতে সে শুনতে পায় আল্লাহর বানী। অতঃপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌছে দাও। এটা এজন্য যে, তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা কিছুই জানে না। (সূরা তাওবাহ আ: ৬)

হযরত জাবির বীন আব্দুল্লাহ (রা:) বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, যে মানুষের প্রতি দয়ালু নয়, আল্লাহও তার প্রতি দয়ালু নয়। (ছহীহ বুখারী, ছহীহ মুসলিম)

কাজেই প্রতিবেশী অমুসলিমদেরকেও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। যাকাতের অর্থ দান করতে হবে এ উদ্দেশ্যে যেন তারা দ্বীন ইসলামের প্রতি আকর্ষণ পেয়ে ইসলাম গ্রহণ করে। অনুরূপভাবে, কাফেরদের অর্থদানে ২নং এবং ৩নং প্রয়োজন দেখা দিলেও তাদেরকে যাকাতের অর্থের এক অংশ থেকে কিছু দেওয়া যাবে। অথবা বাইতুল মাল থেকে দিতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর রসূল (ﷺ) এর একটি ঘটনা উল্লেখ করা যায়- আল্লাহর রসূল (ﷺ) হুনাইনের যুদ্ধের পর কিছু নওমুসলিমদের মাঝে দান করেন। দান গ্রহনকারীদের মাঝে আরবের শীর্ষ নেতাদের সাথে ছিলেন আকরা ইবনে হারেস ও

উয়াইনা ইবনে হাসান, রসূল (ﷺ) তাদের প্রত্যেককেই একশতটি করে উট দিলেন। আব্বাস ইবনে মিরদাস নামক এক ব্যক্তি তখন রসূল (ﷺ) এর নিকট এল তখন রসূল (ﷺ) তাকে কয়েকটি উট দিলেন। সে চলে গিয়ে একটি কবিতা আবৃত্তি করল। কবিতাটি হলো, আমার ও আমার অশ্ব আবিদীর ছিনতাইকৃত সম্পদ উয়াইনা ও আকরার সম্মুর্খে রাখা হলো। আর হিসন ও হারেস তো লোক সমাজে মিরদাসের চেয়ে উপরে নয়। আমি তাদের চেয়ে নিচু ছিলাম না আর আজ যাকে নিচু করা হবে তাকে উপরে তোলা হবে না। এ কথাগুলো আল্লাহর রসূল (ﷺ) কে লক্ষ্য করেই বলা হয়েছিল। অর্থাৎ আল্লাহর রসূলের বন্টন তার পছন্দ হয়েছিলো না। তাই সে লোকদেরকে কথা গুলো শুনিয়ে শুনিয়ে বলছিল। রসূল (ﷺ) তার কথা গুলো শুনলেন। তারপর বললেন, যাও আমার পক্ষ থেকে তার জিহবা কেটে দাও। যদি নতুন নির্বোধ কোন মুজাহিদ হত। তাহলে গিয়ে তাকে বলত, তোমার জিহবা প্রসারিত কর, আমি তা এখন কাটব। কিন্তু ছাহাবায়ে কিরাম রসূলের কথার মর্ম বুঝলেন। গিয়ে তাকে কিছু অর্থ দিলেন। ফলে সে সন্তুষ্ট হয়ে গেল। এটাই ছিলো তার জিহবা কাটার অর্থ। (তাফসীরে সূরা তাওবাহ, শহীদ ড. আব্দুল্লাহ আযযাম (রহি:) পৃ: ৩৩৯-৩৪০)

যাকাতের উক্ত ভাগটি নওমুসলিমদের জন্য প্রযোজ্য একই ভাবে মুসলিম সমাজে বসবাসকৃত দরিদ্র সে সকল সাধারণ মুসলমানদেরকেও দিতে হবে, যারা কোন অর্থের খুবই প্রয়োজনে মানুষের নিকট ধার/কর্যের জন্য আবেদন করে কিন্তু তাদের সেই ঋণ পরিশোধের সার্মথ্য অথবা সমাজে কোন মূল্যায়ন না থাকায় কেহ তাকে কোন অর্থ ঋণ দিতে চায় না। ফলে তারা এনজিও বিভিন্ন ব্যাংক থেকে সুদের উপর ঋন নিতে বাধ্য হয়। অথবা সমাজের কোন প্রধানের নিকট থেকে সুদের উপর ঋণ নেয়। এই সকল মুসলমানকে তাদের এই প্রয়োজনীয়তা ও বিপদের সময় যাকাত বা বাইতুল মালের অর্থ থেকে তাদের অর্থ-প্রদান করা অতীবও জরুরী। তা ব্যতিত সেই ব্যক্তির সুদের গুনাহ সেই খলীফা বা উলিল আমীর এর উপরও বর্তাবে, যেই খলীফা বা উলিল আমর তথা আমীর

এর অধীনে বা আনুগত্যে সেই ব্যক্তি থাকবে। কাজেই মহান আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের সকলকেই হকদারের হক আদায় করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

এ পর্যন্ত ছদকার আটটি ব্যয় ক্ষেত্রের চারটির বিবরণ দান করা হলো। এ চারটি অধিকার 'লাম' বর্নের আওতায় বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে লিলফুক্বোরো-ই ওয়াল মাছা-কীন...। পরবর্তী যে চারটি ব্যয় খাতের আলোচনা করা হয়েছে সে স্থানের মধ্যে শিরনাম পরিবর্তন করে 'লাম' এর পরিবর্তে 'ফী' ব্যবহার করা হয়েছে। বলা হয়েছে ওয়াফির রিক্বো-বি ওয়াল গ-রিমীন...। ইমাম যামাখশারী (র:) তার কাশশাফ গ্রন্থে এর কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, এতে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, শেষের এ চারটি ব্যয় খাত প্রথম চারটি ব্যয় খাতের তুলনায় বেশি হকদার। কারণ ''ফী'' হরফটি পাত্রকে বুঝাবার জন্য বলা হয়। ফলে তার অর্থ দাড়ায় এই যে, ছদকাহ সমূহে সে সমস্ত লোকের মাঝে রেখে দেওয়া উচিৎ তাদের অধিকতর হকদার হওয়ায় কারণ এই যে, প্রয়োজনীয়তা তাদেরই অধিক। কেননা, যে লোক কারো মালিকানাধীন দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ, সে সাধারন ফকীর-মিসকীনদের তুলোনায় অনেক কষ্টে রয়েছে। তেমনি ভাবে যে লোক কারো কাছে ঋণী এবং পাওনাদার তার উপর তাকাদা করেছে। সে সাধারণ গরীব মিসকীন অপেক্ষা অধিক অভাবে থাকে। কারণ নিজের দৈনন্দিন ব্যয়ভারের চাইতেও বেশি চিন্তা থাকে তার পাওনাদারদের জন্য।

কাজেই উপরের চারটি খাতের চেয়ে নিচের চারটি খাত অধিক গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নে সেই চারটি খাত উল্লেখ করা হলো।

৫. দাসমুক্তির জন্য

দাসমুক্তির জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে। দাসমুক্তির দুটি পন্থা হতে পারে। একটি এই যে, কোন দাস বা দাসী তার মনিবের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে যে, তাকে নির্দিষ্ট পরিমান অর্থ দিলে সে দাসত্ব থেকে মুক্তি পাবে। যাকাতের অর্থ থেকে চুক্তিতে উল্লেখিত পরিমান অর্থ দান করে সে দাসকে মুক্ত করে দেওয়া যাবে। দ্বিতীয় পন্থা এই যে, কোন দাসকে তার মনিব থেকে কিনে নিয়ে আযাদ করে দেয়া। এ কাজেও যাকাতের অর্থ ব্যায় করা যাবে। (শব্দে শব্দে আল কুরআন -মাওলানা হাবিবুর রহমান ৫ম খন্ড পৃ: ৬৯)

দাসমুক্তির হকদারের বিষয়টা আমি উপরেও উল্লেখ করেছি। একজন দাস বা দাসী সাধারণ ফকীর-মিসকীনের তুলনায় অনেক কষ্টে থাকে। যাতে নিজের কোন ব্যক্তি স্বাধীনতা থাকে না। মানব হিসেবে জন্ম নিয়েও যেন মনিবের নিকট মানব হিসেবে গন্য হয় না। কাজেই এমন বিপদগ্রস্ত মানবকে যাকাতের অর্থ দিয়ে মুক্তি করা অতীবও উত্তম কাজ। যে আবদ্ধ জীবন থেকে মুক্তি পেয়ে মহান আল্লাহ তা'য়ালার প্রশস্ত জমিনে প্রশান্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারে। বর্তমান সময়ে একজন কারাবন্দির জন্যও যাকাতের উক্ত হকটি নির্ধারিত হয়েছে যদিও। বিশেষ করে তাদের জন্য যারা আল্লাহর জমিনে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার কথা বলতে গিয়ে ও কাজ করতে গিয়ে জালিমের বন্দিশালায় বন্দিত্ব জীবন অতিবাহিত করছে। তবুও অধিকাংশ মুসলমানের যাকাতের অংশ থেকে তাদের এই হকটি আদায় করা হচ্ছে না বরং আরো মন্দ কথা প্রচার করে তাদেরকে জঙ্গী-সন্ত্রাস আখ্যায়িত করে তাদের হক থেকে তাদের বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে। এই হকদারের হকটি নিয়ে কখনও কোন আলেম-ওলামারা সাধারণ মুসলমানদের নিকট আলোচনা করে না। তাদের আলোচনার বিষয় হয় মাসজিদ-মাদ্রাসা-এতিমখানা সম্পর্কে। তাদের চিন্তা করা উচিৎ- এই সকল মুসলিম মুজাহিদ বন্দিরাই ইসলামী রাষ্ট্র গড়ার কাজে শ্রেষ্ঠ ভূমিকা রাখতে পারে। তাদের মুক্তি হওয়া মানে মাসজিদ-মাদ্রাসা-এতিমখানার ভিত্তি স্থাপন হওয়া। এই সকল বীরশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা যখন মুক্ত থেকে বাতিলের কারাগারে বন্দি হয়ে যাবে তখন বাতিল আস্তে আস্তে সেই সকল মাসজিদ-মাদ্রাসা-এতিমখানাও ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেবে।

আজকে জাতীয় শ্রেষ্ঠ সন্তানদেরকে জঙ্গী-সন্ত্রাস বলে গ্রেফতার করা হচ্ছে। আর প্রকৃত সন্ত্রসীরা দেশের রাজপথে প্রকাশ্যে অস্ত্রহাতে গ্রুপে গ্রুপে আধিপত্য বিস্তারের সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে সাধারণের মাঝে ত্রাস সৃষ্টি করে বেড়াচ্ছে। তাদেরকে সন্ত্রাসী বলা হচ্ছে না, বন্দি করা হচ্ছে না বরং তাদেরকে সন্ত্রাসী বলা হচ্ছে, বন্দি করা হচ্ছে, যাদের অন্তরে ইসলামী খিলাফত গঠনের চিন্তা-চেতনা জন্ম নিয়েছে। যারা রাষ্ট্রে ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত করতে চায় তবে এ বিষয়ে যারা অতি বাড়াবাড়ি, সাধারণ মানুষের প্রতি বোমাবাজি করবে তারা অবশ্যই অপরাধী। কিন্তু তাদেরকে ছাড়াও আজকে মধ্যমপন্থা অবলম্বনকারী "উম্মাতুল মুসলিমাহ" কে জঙ্গী-সন্ত্রাস বলে গ্রেফতার করা হচ্ছে। কাজেই এদেশের আলেম-উলামাদের প্রতি আহবান- সাধারণ মুসলমানদেরকে তাদের যাকাতের অংশের হকদারের হক সম্পর্কে বুঝান এবং মুসলিম বন্দি মুক্তির জন্য অধিক গুরুত্ব দিন। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, (وَفِى الرِّقَابِ) (ওয়াফির রিকো-ব) অর্থাৎ যাকাতের অর্থ গোলাম-বাদীর মুক্তির জন্যও ব্যায় করা হবে। তাদের যাকাতের অর্থ দিয়ে ক্রয় করে মুক্ত করে দিতে হবে।

তবে এখানে একটি আলোচ্য বিষয় হচ্ছে, যাকাতের অর্থ দিয়ে ঐ মুসলমানদের মুক্ত করা বৈধ হবে কী, যারা কাফেরদের হাতে বন্দি অবস্থায় আছে? আল্লামা ইবনে হাবীব বলেন, যাকাতের অর্থ দিয়ে যদি মুসলমানদের দেশে বিদ্যমান মুসলমান গোলামকে ক্রয় করে মুক্ত করা যায়। তাহলে তো কাফেরের হাতে বন্দি মুসলমান গোলামকে মুক্ত করার জন্য তা ব্যয় করা অধিক উত্তম। (তাফসীরে সুরা তাওবা- শহীদ ড. আব্দুল্লাহ আযযাম (রহি:) পৃ: ৩৫১)

৬. ঋণগ্রস্তদের জন্য

এখানে "গ-রিমীন" দ্বারা এমন ঋণগ্রস্তদের বুঝানো হয়েছে। যার নিজস্ব সম্পদ দিয়ে তার ঋণ শোধ করলে যা অবশিষ্ট থাকে তা যাকাতের নিসাব থেকে কম হয়ে যায়। সে ব্যক্তি সাধারণ ভাবে ধনী হিসেবে পরিচিত থাকুক বা ফকীর হিসেবে, উভয় অবস্থাতেই যাকাতের অর্থ দিয়ে তার ঋণ পরিশোধ করা যাবে। তবে অধিকাংশ ফিকাহবিদের মতে এমন

ব্যক্তিকে ঋণ পরিশোধে সাহায্য করা যাবে না যে অসৎ কাজে ও অন্যায় অপকর্মে অর্থ ব্যয় করে ঋনী হয়ে গেছে। তবে সে যদি খালেস ভাবে তওবা করে তবে তাকে ঋণ পরিশোধে যাকাতের অর্থে সাহায্য করা যাবে। (শব্দে শব্দে আল কুরআন মাও: হাবিবুর রহমান ৫ম খন্ড পৃ: ৭০)

আমি ইতিপূর্বেও ঋণী ব্যক্তির সম্পর্কে বলেছি যে ঋণী ব্যক্তি সাধারণ গরীব-মিসকীনদের থেকেও অধিক অভাবে থাকে। কারণ নিজের দৈনন্দিন ব্যয়ভারের চাইতেও বেশি চিন্তা থাকে তার পাওনাদারদের জন্য। কাজেই এমন ঋণী ব্যক্তিকে যাকাতের অর্থ থেকে অর্থ দিয়ে তাকে ঋণ থেকে মুক্ত করে দেওয়াটা অনেক উত্তম ও জরুরীও বটে। যে জন্য মহাজ্ঞানী মহান আল্লাহ তা'য়ালা এই সকল ঋণী ব্যক্তিদের জন্য শুধু যাকাতের অর্থ প্রদানের ব্যাপারেই গুরুত্ব দেন নাই বরং তাতে "ফী" শব্দ উল্লেখ করে ঋণী ব্যক্তিকে প্রকৃত যাকাতের খাত বলেও অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। অথচ বর্তমান সময়ে বিশেষ করে এদেশের কথা বলছি, এই ঋণী ব্যক্তিদেরকে সাধারণ মুসলমান যাকাতের অর্থ দিয়ে সাহায্য করা তো দুরে থাক আলেম সমাজও তাদের দিকে গুরুত্ব দেয় না। এই সকল ঋণী ব্যক্তিদের ব্যাপারে আলেম সমাজও এতোটা উদাসীন এমন কী অনেক সাধারন মুসলমান, তাদের সাহায্যের ব্যাপারে এমনও মন্তব্য কর যে, তারা তাদের স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে খেয়ে ঋণী হবে, আর ঋণ পরিশোধের জন্য তাদেরকে সাহায্য করতে হবে আমাদের? যেমন খায় তেমন এখন নিজেদের ঋণ নিজেরাই পরিশোধ করুক। এমন চিন্তা ভাবনা ঋণী মানুষদের প্রতি সমাজের অজ্ঞ মাতব্বরদের। অথচ এই অর্থ তাদের কোন সাহায্য ও করুণা নয়; বরং ঋনীদেরই হক ঋনীদেরকে দিতে হবে। কিন্তু বর্তমান সমাজে ঋনীদের হক ঋণী ব্যক্তিদের না দিয়ে হক থেকে বঞ্চিত রাখা হচ্ছে, যা গোনাহের শামিল। এমন অন্যায় শুধু সাধারণ মুসলমানরা করছে তা নয় অনেক আলেম সম্প্রদায়ও করছে- যার উদাহরণস্বরূপ বাস্তব দিনের আলোর মত সত্য একটি ঘটনা নিচে উল্লেখ করছি। এমন একজন ব্যক্তির কথা আমি বলছি যার জীবনে ঘটে যাওয়া বাস্তব এই ঘটনা-

তিনি একজন আলেম, তার নাম আবু বকর। তার পিতা দীর্ঘদিন অসুস্থ থেকে মৃত্যুবরণ করায় পরিবারটি অনেক ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে। একজনের নিকট থেকে ঋণ নিয়ে অন্যজনকে দেয় আবার অন্যজনের নিকট থেকে ঋণ নিয়ে আরেকজনকে দেয়, কিন্তু ঋণ পরিশোধ করতে পারে না সে, বরং দিনে দিনে ঋনের পরিমানটা বেড়েই যায়। বারবার তাগাদা দিতে থাকে পাওনাদার রাও। বিভিন্ন অপমানজনক কথা শুনতে হয় পাওনাদারদের নিকট থেকে, তাকে ও তার অসুস্থ মাকে। আর কথা না শুনে তার কোন উপায়ও ছিলো না যে সে কোন কর্ম করে ঋণ পরিশোধ করে দিবে, কারণ সে নিজেও কঠিন অসুস্থতায় পড়ে আছে। আর তার অসুস্থ মায়ের কথা তো বললামই। তার এমন শক্তি নেই যে, সে তার কোন কর্ম করে পরিশোধ করে দিবে। এরই মধ্যেই অনেক পাওনাদাররা সেই ঋনের বদলে তার অসুস্থ মাকে বাড়ির কাজের জন্যও ডেকেছে, কিন্তু সেই অসুস্থ মা-টার পক্ষে গ্রাম-গঞ্জের ঐ সকল গিরস্তির বাড়ির ভারী ভারী কাজ করাও কঠিন। তবুও নিজের ঋণের কথা ও আলেম ছেলের অপমানিত হবার কথা ভেবে ছেলেকে না জানিয়েই এক গিরস্তের বাড়ির কাজে লেগে যায়। ছেলের কানে খবরটা পৌছালে চাপা কান্নার আর্তনাদে আলেম ছেলেটার বুকটা ফেটে যায়, তখন সে নিজেই নিজেকে ধিক্কার দিতে থাকে। কিন্তু অসুস্থ মাকে মানুষের বাড়িতে কাজ করার মধ্যে দিয়েও এই দুর্বিষহ জীবনের সমাপ্ত হলো না। অসুস্থ মা ১ দিন কাজ করে তো ৪/৫ দিন মেডিকেলে ভর্তি হয়ে থাকে। তাছাড়াও ঋণ পরিশোধ করতে না পারায় অন্যান্য পাওনাদাররা দিনে দিনে অপমানজনক কথা বৃদ্ধিই করে যাচ্ছে। অর্থ দিয়ে তাদের পাশে দাড়ানো মত কেউ নেই। তখন বৃদ্ধ নানা-নানী ও নাতীও মেয়ের এই কষ্ট দেখতে না পেয়ে তারাও মানুষের কাছে কাজ শুরু করে, অর্থ সাহায্য করতে থাকে তাদের।

তাতে ঋনের মাত্র কিছু কমলেও পাওনাদারদের ধৈর্য হারিয়ে যায়; দেরিতে ঋণ পরিশোধ করায় সকাল-সন্ধ্যা পাওনাদাররা বাড়িতে এসে মানুষ গুছিয়ে বলে যায় অপমানজনক অনেক কথাই। উপায়হীন হয়ে আলেম ছেলেটি চিন্তা করে, কোন শহরে যাবে, শহরে হয়তো কোন দোকানেও কাজ পেয়ে যেতে পারে সে, যা তার জন্য সহজ হবে কিন্তু কোন

শহরে যাবে সে, কোন শহরেই তো কোন যাতায়াত নাই তার। তাই সে নিকটবর্তী রাজশাহী বিভাগীয় শহরে এলো, তখন কোনো এক রমজানের ঈদের পর। কিন্তু কোথায় থাকবে আর কি খাবে সে, তাছাড়া অসুস্থ এই সন্তানের একাকিত্ব অবস্থা দেখে অসুস্থ মাও চলে এলো সেখানে। তখন অসুস্থ আবু বকর একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে মাকে সাথে নিয়ে থাকতে শুরু করে সেই শহরে। সকাল হলেই আবু বকর বিভিন্ন দোকানে দোকানে গিয়ে কাজ খুজতে শুরু করে, আর ছেলেকে না জানিয়ে আবু বকর এর মাও বড়লোকদের বাড়িতে কাজ খুজতে থাকে। কিন্তু দুজনের কেহই কোন কাজ পায় না। তখন মনে মনে শহরটির উপরেও অভিমান হয় আবু বকরের। কঠিন দারিদ্রতার পরীক্ষায় পড়ে যান তিনি। তিনি আমাকে বলেন, এমন অবস্থাতে হঠাৎ একদিন তার মনে হয় আহলে হাদিস নামক ইসলামী সংগঠনটির কথা। তখন সে ভাবতে থাকে, যেহেতু তাদের মাঝে তাওহীদের জ্ঞান আছে আর বর্তমানে তারা একটি হকপন্থী দল, কাজেই নিজের চক্ষুলজ্জাকে যদি একটু নিয়ন্ত্রণ করে তাদের কাছে আমার সমস্যার কথাটা জানাই। তবে তারা অবশ্যই আমাকে সাহায্য করবেন। কারণ তাদের কুরআনের জ্ঞান আছে। আর কুরআনে ঋণগ্রস্তদের পাশে দাড়ানোর কথাও উল্লেখ আছে। তাই সে একদিন জুম'আর দিনে নিজের চক্ষুলজ্জাকে নিয়ন্ত্রণ করে প্রতিদিনের ন্যায় সেই দিনও পাঞ্জাবী-পায়জামা পরিধান করে, মাথায় একটি শক্ত টুপি দিয়ে মনের একপাশে লজ্জা আর একপাশে আশা নিয়ে উপস্থিত হয় রাজশাহীর নওদাপাড়া- আমচত্বর আব্দুর রাজ্জাক বীন ইউসুফ এর মাদ্রাসা সংযুক্ত বড় প্রাসাদ রূপী মাসজিদে। সেখানে গিয়ে আবু বকর একবারে সামনের কাতারে বসেন, যেন সে মাসজিদের ইমাম সাহেবের সামনে উপস্থিত থাকতে পারেন। আর মনে ভাবতে থাকেন যেহেতু সে আহলে হাদিছের আলেম, নিশ্চয় সে অনেক আল্লাহভীরু বান্দা হবেন। আজকে আমার সমস্যার কথাটা তাদের কাছে বলতে পারলেই নিশ্চয়ই তারা আজকেই সমাদরে আমাকে ব্যবস্থা করে দিবেন, মনে অনেক আশা বেধে বসে থাকলো আবু বকর। ইতিমধ্যে সম্ভবত মাসজিদে প্রজেক্টর সেট করা শুরু হলো, আস্তে আস্তে আবু বকর এর মনে আশা ও লজ্জা বৃদ্ধি পেতে থাকল। কিছুক্ষণ পর ইমাম সাহেব মিম্বরে এসে বসল, আর তখনই মাসজিদের বাইরে থেকে আযান শুরু হয়ে গেলো। আযান শেষে ইমাম

সাহেব খুৎবা দিতে থাকলেন, প্রথমে বাংলা পরবর্তীতে আরবী। খুতবা শেষে ছলাত শুরু হয়ে গেলো। কিছুক্ষনের মধ্যে ছলাত আদায়ও শেষ হলো। ইমাম সাহেব ছালাম শেষে পূর্ব দিকে মুখ করে বসতেই, আবু বকর তার সমস্যার কথা বলার প্রস্তুতি নিতেই, লজ্জাতে তার জবান যেন বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। তবুও মনে আশা রেখে কাপা কণ্ঠে ইমাম সাহেবকে সালাম দিয়ে বললেন, হুজুর আমার একটু কথা আছে। তখনও আবুবকরের মনে মনে ভাবছে আমার পোশাক আর চেহারা দেখে অবশ্যই তারা আমার এই বিপদের সময় পাশে দাড়িয়ে যাবে, আর তারা যখন সাহায্য করবেই তখন আর ২/১শত টাকা দিয়ে সাহায্য করবে না। তারা ইসলামের নিয়ম অনুযায়ী হয় আমাকে কোন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেবেন, আর না হয়তো আমার ঋনটা সম্পূর্ণ ভাবেই শোধ করে দিবেন। আর যদি তারা আমার কথা বিশ্বাস না করে, তবে আমার সাথে হয়তো কাউকে আমার বাড়িতে পাঠাবে আমার প্রকৃত অবস্থা জানার জন্য। তখন তো আমার জন্যই আরো ভালো হবে। তো যাই হোক আজকের দিনটাইতো। আজকে যদি একবারের জন্য ছোট হয়ে বলতে পারি, তবে আমি আমার মাকে নিয়ে নিজের গ্রামে থাকতে পারবো। কোন পাওনাদার আর আমার বাড়িতে এসে আমাকে অপমান করবে না। এমন কথা ভাবতে ভাবতেই ইমাম সাহেবের অনুমতি আসল তাকে কথা বলতে দেবার। আবু বকর মনের আশা ও লজ্জা নিয়ে বলেই ফেললেন, হুজুর আমি অনেক অসুস্থ ও কঠিন ঋণগ্রস্ত আল্লাহর পক্ষ থেকে কিছু সহযোগিতা করুন। পাশে থেকে তখনই একজন বলে উঠল, ‘হুজুর, এটা একজন সায়েল’। মুহূর্তের মধ্যেই আবু বকর বিদ্যুৎ শটের মত শট খেলেন, যিনি একজন আলেম থেকে সাধারন সায়েলের কাতারে পরিণত হলো। তবুও সে আশা ছাড়লো না। অপেক্ষা করলো ইমাম সাহেবের কথায়। কিন্তু আবু বকর এতক্ষণ যেই সব কথা ভেবে ছিল, আর কোন কথাই আবু বকরকে জিজ্ঞেস না করে ইমাম সাহেব বললেন, এখনি গিয়ে মাসজিদের বাহিরে গেটের সামনে দাড়াবেন, আমি মুসল্লীদেরকে বলছি, তখন ইমাম সাহেব মুসল্লিদের উদ্দেশে বললেন, একটি সায়েল এসেছে কিছু দিয়ে সাহায্যের চেষ্টা করবেন। কথাটি শুনে আবু বকর-এর অন্তর চাপা কান্নায় যেন ফেটে পড়ছিলো। চোখ দুটি জলে ছল ছল করছিলো। যত আশা সে করেছিলো তার কিছুই হলো না। আবু বকর

ভাবছিলো, তার পোশাক আর চেহারা দেখে ইমাম সাহেব বলবে, তোমাকে তো সায়েল মনে হয় না - কি সমস্যা তোমার বুঝিয়ে বলো। তখন সে সব বুঝিয়ে বলবে, কাজেই তার সমস্যার সমাধান হবে। কিন্তু তার চিন্তা-ধারা কিছুই ঠিক হলো না। মনে কষ্ট নিয়ে চুপ-চাপ মাসজিদের গেটের সামনে গিয়ে দাড়ালো সে, আর দেখতে লাগলো, আল্লাহ ভীরু হক দলের, হক কথা বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলা লোকদের। একে একে সবাই বাহির হতে লাগলো, কিছু লোক তাকে ৫/১০ টাকা করে দিলেও বটে কিন্তু কেউ জিজ্ঞেস করল না, তোমাকে দেখে তো সায়েল মনে হয় না, কিন্তু কেন সাহায্য চেয়েছো? সবশেষে আবু বকর হাতের টাকা টি পাঞ্জাবীর পকেটে রেখে দেয়। বাড়িতে এসে মাকে কিছুই না জানিয়ে গোপনে পকেট থেকে টাকা বের করে দেখে দুইশত ২৫/৩০ টাকা সে সায়েল হিসেবে পেয়েছে। তখন তার দুঃখ-কষ্টটা যেন পূর্বের চেয়েও হাজার গুনে বেড়ে গেলো। ভাবতে থাকলো, এ যদি হয় হক দলের অবস্থা তাহলে বাকিগুলোর কি হবে?

তবুও সে আশা ছাড়লো না। নতুন করে আরেকটি আশা বাধলো তার মনে। সে ভাবল, সামনের সপ্তাই ঈদুল আযহা। হয়তো এই দিনে আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ সাহেব আসতে পারে ঈদের ছলাত পড়াতে। সেখানে গিয়ে আমি আমার সমস্যার কথা আবার জানাবো, আশা করা যায় কোন ফল পেতে পারি। কিন্তু সেই ঈদের দিনেও তার একই অবস্থা। তবে আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ সাহেব সেদিন ছিলো না। তা যাইহোক, স্যাম্পল দেখে গোডাউনের মাল চেনা কঠিন নয়। কারণ স্যাম্পলটাই মানুষ আসল দেবার চেষ্টা করে। প্রকৃতপক্ষে তারা এই আদর্শ নিয়েই গঠিত কোন গঠন নয়। ফলে ঈদের দিন সে তাদের নিকট থেকেই ৫/১০ টাকা করে প্রায় ৩০০ টাকার মত সাহায্য পেল। আবু বকর বলেন, আমি সেইদিন থেকেই বুঝতে পেরেছি, তাদের বক্তৃতা যত মধুর তার চেয়েও শত গুনে নিকৃষ্ট তাদের আচরণ। একজন অসহায় আলেমকে যখন তারা ভিক্ষাবৃত্তি শিক্ষা দেয়, বিপদগ্রস্থ ব্যক্তিকে সায়েল বলে আখ্যায়িত করে আর নিজেরা তাদের হক আদায় না করে এসি রুমে তাহাজ্জুতের ছলাত আদায় করে, তারা আল্লাহর ওয়াহীর কোন বিধানটা কায়েম করতে চায় তা সহজেই অনুমান করা যায়।

প্রিয় পাঠক উল্লেখিত ঘটনাটা কোন উপন্যাসের রূপকথার গল্প না। এটা আহলে হাদিছের বাস্তব রূপের একটি। যদি আহলে হাদিছের কোন অন্ধভক্ত গল্পটি বিশ্বাস না করতে চান তবে আজ থেকে ৪ বছর আগে থেকেই মাসজিদের সিসি ক্যামেরার ব্যবস্থা থেকে থাকে, তবে ২০১৮ সালের কুরবানির ঈদের দিনের এবং তার দুই-এক সপ্তাহ আগের জুমার দিনের দৃশ্য টা একবার দেখে নেবেন। আশা করা যায় বাস্তবতা দেখতে পাবেন। এমন একটি নয় আরো অনেক ঘটনা আছে। বর্তমানের ইসলামী বড় বড় দলগুলোর। যা বিশ্বাস করাও কঠিন। কিন্তু সেটাই বাস্তবতা। মহান আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের সবাইকে হকদারের হক সঠিকভাবে বুঝিয়ে দেবার তাওফিক দান করুন। আমিন।

৭. আল্লাহর পথে ব্যয়

'আল্লাহর পথে' কথাটি দ্বারা আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার চুড়ান্ত লক্ষ্য নিয়ে যারা কাজে অংশ গ্রহণ করবে তাদের সফর খরচ এবং অস্ত্রশস্ত্র সাজ-সরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য খরচ বাবদ যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে। ব্যক্তিগত ভাবে তারা সচ্ছল হলেও কোন অসুবিধা নেই। (শব্দে শব্দে আল কুরআন -মাওলানা হাবিবুর রহমান খন্ড ৫, পৃ: ৭০)

মাওলানা মুহাম্মদ আবুল কালাম মাসুম বলেন, ছাহাবায়ে কিরাম, যারা কুরআনকে সরাসরি রসূলে কারীম (ﷺ) এর নিকট অধ্যায়ন করেছেন ও বুঝেছেন, তাদের এবং তাবেয়ীন ইমামগনের যত রকম তাফসীর ‘‘আল্লাহর পথে’’ শব্দটির ব্যপারে উদ্ধৃত রয়েছে তাতে ‘‘আল্লাহর পথ’’ এ শব্দটিকে হজব্রতী ও মুজাহিদীনের জন্য নির্দিষ্ট বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। (তাফসীরে আনোয়ারুল কুরআন খন্ড ২য় পৃ: ৬১৬)

শহীদ ড. আব্দুল্লাহ আযযাম (রহি:) বলেন, আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, ‘‘ওয়া ফী সাবীলিল্লাহ’’ অর্থাৎ যাকাতের অর্থ আল্লাহর পথে ব্যয় করতে হবে। এই ‘‘ফী সাবীলিল্লাহ’’ এর ব্যাখ্যায় হানাফী, মালেকী ও শাফেয়ী মাযহাবের ওলামায়ে কেরাম বলেন, এর অর্থ জিহাদ। আর হাম্বলী মাযহাবের উলামায়ে কেরাম বলেন, ‘‘ফী সাবীলিল্লাহ’’- এর অর্থ জিহাদ এবং হজ্জ

ফী সাবীলিল্লাহর অর্ন্তভূক্ত। তাই হজে গমনেচ্ছুক ব্যক্তিকে যাকাতের উট প্রদান করা বৈধ। (তাফসীরে সূরা তাওবা- পৃ: ৩৫২)

উল্লেখিত আলোচনায় বুঝা গেল, চার ইমাম একমত যে, ‘‘ফী সাবীলিল্লাহ’’ দ্বারা জিহাদ ও জিহাদ সংক্রান্ত ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য। যেমন অস্ত্র ক্রয় করা, সীমান্তে সদা প্রহরায় নিয়োজিত মুজাহিদদের প্রয়োজনে ব্যয় করা, তাদের খাবার দাবার আয়োজন করা, তাদের যাতায়াত ও স্থানান্তরিত হওয়া, এ সবকিছুই যাকাতের অর্থ থেকে করা যেতে পারে। এটা কুরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশ। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি এ বিশ্বাসটিকে একেবারে নষ্ট করে দিয়েছে। এর মাঝে বিস্তৃতি দানের প্রচেষ্টা করা হয়েছে। ফলে মুজাহিদদের জন্য কিছুই বাকি থাকেনি। কেউ কেউ বলেন, ‘‘ফী সাবীলিল্লাহ’’ অর্থ মতে পুল, ব্রিজ, মাদরাসা, হাসপাতাল ইত্যাদি নির্মানে করাও অর্ন্তভূক্ত। এভাবে বললে তো আর কিছুই বাকি থাকেনা। সব কিছুই ফী সাবীলিল্লাহের হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ তা’য়ালা শাইখ আব্দুল আজিজ ইবনে বাযকে রহম করুন। তিনি এ ব্যপারে খুব সুস্পষ্টবাদী ছিলেন। শহীদ ড. আব্দুল্লাহ আযযাম (রহি:) বলেন, আমরা একবার এক ব্যক্তিকে একটি হাসপাতাল নির্মাণের ক্ষেত্রে ফতোয়া সংগ্রহের জন্য পাঠালাম। এটি একটি ইসলামী হাসপাতাল হবে। খৃষ্টানদের মোকাবেলায় তা স্থাপন করা হবে। এক্ষেত্রে কি যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে? তখন শাইখ বললেন, আমি তা কিছুতেই বৈধ মনে করি না। তিনি বললেন, আমি যদি এই ফতোয়া প্রদান করি, তাহলে আর ফকীর, মিসকীন ও জিহাদের জন্য কিছুই বাকি থাকবে না। আর রাষ্টের কর্মকর্তারা এতে আরো ব্যপকতা সৃষ্টি করবে। এই ফতোয়ার উপর নির্ভর করেই তারা তা করবে। তারা যাকাতের অর্থ দিয়ে ব্রীজ নির্মান করবে, মাদরাসা, হাসপাতাল নির্মাণ করবে, আর গরীব মিসকীনদের জন্য তখন আর কিছুই থাকবেনা। কারণ যাকাতের অর্থ চলে যাবে হাসপাতাল নির্মানে, ব্রীজ আর মাদ্রাসা নির্মানে। এভাবে চলতে থাকলে গরীবদের সামনে মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। (তাফসীরে সূরা তাওবাহ পৃ: ৩৫২-৩৫৩)

শহীদ ড. আব্দুল্লাহ আযযাম (রহি:) বলেন, যদি গরীব-মিসকীনকে দেয়া ‘ফী সাবীলিল্লাহ’ হয়, ঋণগ্রস্তকে দেওয়া ‘ফী সাবীলিল্লাহ’ হয়, কারো মনোরঞ্জনের জন্য প্রদান করলে ‘ফী

সাবীলিল্লাহ’ হয়, তা হলে তো আল্লাহ তা’য়ালা পৃথক ভাবে ফী সাবীলিল্লাহ বলতেন না। তাই বুঝতে হবে, ‘ফী সাবীলিল্লাহ’ এর এক বিশেষ শার’য়ী পরিভাষা আছে। আর তা হলো জিহাদ।

لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

এক হাদিছে আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেন, আল্লাহর পথে এক সকাল বা এক বিকাল কাটানো দুনিয়া ও দুনিয়ার মাঝে বিদ্যমান সব কিছুর চেয়ে উত্তম। (ছহীহ বুখারী ৪৬১৫; সহীহ মুসলিম ১৮৮০; তিরমিযী ১৬৫১; মুসনাদ আহমাদ ১২৩৫০; সহীহ ইবনু হিব্বান ৪৬০২; সহীহ আল জামি‘ ৪১৫১; সহীহ আত্ তারগীব ১২৬১; মুত্তাফাকুল আলাইহি)

এই হাদিসটির ব্যাখ্যায় কেউ কেউ ‘ফী সাবীলিল্লাহ’ এর অর্থ তাবলীগ করা বা বয়ান করাকেও শামিল করে নেয়। আরবী ভাষার অর্থ হিসেবে এ ধরনের আরো অর্থ তা দ্বারা নেয়া যায়। কিন্তু শার’য়ী পরিভাষায় তার মর্ম হবে শুধু জিহাদ। এ হাদিস দ্বারা জিহাদ ছাড়া অন্য কোন অর্থ বুঝানো মোটেই ঠিক হবে না। ফী সাবীলিল্লাহ শব্দের মাঝে ব্যপকতা বিদ্যমান। যে ব্যক্তি চেয়ারে বসে ইসলাম সর্ম্পকে কিছু লিখছে, তার ডান পাশে ধুমায়িত কফি আর বাম পাশে প্লেট ভর্তি খেজুর, এ ব্যক্তিও মুজাহিদ ফী সাবীলিল্লাহ। আর যে ব্যক্তি হিন্দুকুশে উচু শৃঙ্গে জমাট বাধা বরফের মাঝে ক্ষুধায় কাতরাচ্ছে, শীতে থরথর করে কাঁপছে আর অস্ত্র হাতে নিষ্পলক শত্রুর দিকে তাকিয়ে আছে সেও “মুজাহিদ ফী সাবীলিল্লাহ”। তবে তারা উভয়ে কী সমান? তুমি তোমার বিচার শক্তি প্রয়োগ করে কি তাদের সমপর্যায়ের মনে করবে? নিশ্চয়ই তা পারবে না। তাহলে আল্লাহ তা’আলা কীভাবে তা করবেন? সুতরাং সুস্পষ্ট ভাবে বুঝা গেল, ‘ফী সাবীলিল্লাহ’ এর একটি শার’য়ী অর্থ আছে। তা হল- জিহাদ। সুতরাং ‘ফী সাবীলিল্লাহ’ দ্বারা জিহাদই বুঝতে হবে। অন্য কিছু বুঝলে ভুল হবে। আর জিহাদ অর্থ যুদ্ধ করা বা যুদ্ধের জন্য সাহায্য করা। (তাফসীরে সূরা তাওবা পৃ: ৩৫৩)

তিনি আরো বলেন, ‘ফী সাবীলিল্লাহ’ অর্থ চার মাযহাবের ইমামের নিকট জিহাদ। ‘ফী সাবীলিল্লাহ’ শব্দের অর্থে পুল নির্মাণ করা, হাসপাতাল নির্মাণ করা, মাদরাসা স্থাপিত করা,

এসব জনকল্যানমূলক বিষয়গুলো আসবে না। কারণ সাবীলিল্লাহ শব্দের পারিভাষিক অর্থ হল জিহাদ। এ অর্থে ব্যপকতা সৃষ্টি করে অন্যান্য বিষয়গুলো তাতে অনুপ্রবেশ ঘটানো ভুল। আল্লামা ইবনে হাজার (রহি:) বলেছেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) অথবা আল্লাহ তা'য়ালার কথায় 'ফী সাবীলিল্লাহ' শব্দের সাধারণ অর্থ হলো জিহাদ। আর ইমামদের সম্মিলিত মতানুসারে জিহাদ অর্থ ক্বিতাল, শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। সুতরাং, এ অর্থের মাঝে ব্যপকতা সৃষ্টি করা যাবে না। কারণ তা শার'য়ী পরিভাষা। আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন, তোমরা ছলাত কায়েম কর। এখানে ছলাতের একটি পারিভাষিক অর্থ আছে। তাই এটাকে অন্য অর্থে হলো, এমন কিছু কাজ ও কথা যা তাক্বীর দ্বারা শুরু হয় আর সালাম দ্বারা শেষ হয়। তাই বলা যাবে না যে, ছলাত মানে দু'আ। তাই কেউ দু'আ করে নিলে ছলাত আদায় হয়ে যাবে। সিয়াম বা রোযারও একটি শার'য়ী পারিভাষিক অর্থ আছে তা হল, সুবহে ছাদিক থেকে আরম্ভ করে সূর্য অস্তমিত হওয়া পর্যন্ত পানাহার ও সহবাস থেকে বিরত থাকা। তাই একথা বলা যাবে না যে, "আছছোওমু আ'নিল কালা-মি ছোওমু" অর্থ কথা থেকে বিরত থাকা সিয়াম বা রোযা। এভাবে যদি অর্থ করা হয়। তাহলে শার'য়ী পরিভাষা কে পরিবর্তন করা হবে। আর এটা কোনভাবেই বৈধ নয়। শহীদ ড. আব্দুল্লাহ আযযাম (রহি:) এই বিষয়টিকে আরো জোর দিয়ে বলেন, তাই বলছি, "ফী সাবীলিল্লাহ" একটি শার'য়ী পরিভাষা। এর অর্থ হলো জিহাদ, শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। ঘরে বসে তাফসীর করাকে জিহাদ বলা যাবে না। (তাফসীরে সূরা তাওবা পৃ:৩৫৫)

কাজেই 'ফী সাবীলিল্লাহ' এর ভিন্ন কোন অর্থ করে ঘরে বসে থাকার কোন সুযোগ নেই। সমাজ থেকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়েও যখন শিরক-কবিরা গুনাহ ছড়িয়ে পড়ে, অন্যায় অশ্লীলতায় কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে যায়। মুসলমানের জান, মাল, ইজ্জাত হুমকির মুখে পড়ে যায়, তখন শুধু জালসার স্টেজে গলা ফাটিয়ে বক্তব্য দেবার নাম 'ফী সাবীলিল্লাহ' নয়, এসি রুমে বসে ইসলামী বই লেখার নাম 'ফী সাবীলিল্লাহ' নয়, আর এই সকল বই তৈরি করে দাওয়াতের কথা বলে যাকাত ছদাকার অর্থ তোলা কোন ব্যক্তি, সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের জন্য বৈধ নয়। যাকাতের 'ফী সাবীলিল্লাহ' এর অংশ থাকবে শুধু মাত্র যুদ্ধের প্রেরণা ও

প্রস্তুতি গ্রহণের সৈনিকদের জন্য। আর হাজ্জ কারীর জন্য। সুতরাং, 'ফী সাবীলিল্লাহ' এর ভিন্ন অর্থ করার কোন সুযোগ নেই। 'ফী সাবীলিল্লাহ' এর অর্থ বুঝতে হলে যুদ্ধের ময়দানে যাবার প্রয়োজন। এ সম্পর্কে সাইয়্যেদ শহীদ কুতুব (রহি:) বলেন, নিশ্চয়ই কুরআনের রহস্য কোন শীতল ঘরকুনো ফকীহ বুঝতে পারবে না। কারণ কুরআনের অনেক আয়াত আছে যা মানুষ সহজেই বুঝতে পারে না। (তাফসীরে সুরা তাওবা পৃ: ৩৫৬)

যেহেতু মহান আল্লাহ তা'য়ালা যাকাতের 'ফী সাবীলিল্লাহ'-এর অংশটি জিহাদ প্রিয় মুজাহিদদের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন। সেহেতু, সেই মুজাহিদের জন্যই সেই অংশটা ব্যয় করতে হবে। তা ব্যতিত সেই অংশ্যের অর্থ দিয়ে যত বড়ই জনকল্যানমূলক কাজ করা হোক না কেন তা বৈধ্য হবে না। একদা ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহি:) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো- এক সম্প্রদায়ের লোকেরা অনাহারে অর্ধাহারে মরণাপন্ন আর অপর দিকে মুজাহিদরা জিহাদ করছে। আর আমাদের কাছে এতটুকু পরিমান অর্থ আছে, যা দ্বারা মুজাহিদদের প্রয়োজন পুরণ হবে বা ক্ষুধার্থ লোকদের বাঁচানোর ব্যবস্থা করা যাবে। যদি ক্ষুধার্থ ব্যক্তিদের যাকাতের অর্থ দেয়া না হয় তাহলে তারা মৃত্যুবরণ করবে। এ অবস্থায় কী করতে হবে? ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহি:) বলেন, জিহাদের ক্ষেত্রে তা ব্যয় করে দাও। ক্ষুধার্তদের মৃত্যুর মুখে ছেড়ে দাও। এর কারণ, ফকীহগণ বলেছেন, যদি শত্রুরা মুসলমানদের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে আর এমন আশঙ্কা করা হয় যে, তাদের হত্যা না করলে মুজাহিদরা পরাজিত হবে। তাহলে মুজাহিদদের জন্য তাদের হত্যা করা বৈধ। তাই জিহাদের ময়দানে প্রয়োজনে যদি মুসলমানদের হত্যা করা বৈধ হয়। তাহলে ক্ষুধার্ত অবস্থায় তো হবেই। (তাফসীরে সূরা তাওবা পৃ: ৩৫৯- মাকতাবাতুল হুদা আল ইসলামিয়া প্রকাশনী, ঢাকা)

কাজেই বর্তমান সময়ে অতীবও জরুরী যে, আপনার যাকাতের অংশ মুজাহিদের অস্ত্র-সরঞ্জামে ব্যয় করা। মনে রাখবেন, মুজাহিদরা যতক্ষণ ময়দানে টিকে থাকতে পারবে, ততক্ষণ বাতিলের বিরুদ্ধে বাধস্বরূপ দাড়িয়ে থাকতে পারবে। যখন মুজাহিদরা পরাজিত হবে। তখন বাতিলরা সমুদ্রের বড় বড় ঢেউয়ের ন্যায় সমস্ত মুসলিমদের উপর ঝাপিয়ে

পড়বে৷ কাজেই আল্লাহর জমিনে মুজাহিদদের শক্ত অবস্থানে রাখার জন্য আমাদের যাকাতের অর্থসহ ভিন্ন ভিন্ন খাতের অর্থ দিয়েও তাদের পাশে দাড়াতে হবে৷ মুজাহিদ ধনী হোক ও গরীব হোক সকলের জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করা বৈধ৷ আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, সচ্ছল ব্যক্তিদের জন্য যাকাত গ্রহণ করা হালাল নয়, তবে পাচ শ্রেণীর সচ্ছল ব্যক্তিদের জন্য তা হালাল৷ তার মধ্যে এক শ্রেণী হলো ফী সাবীলিল্লাহ, অর্থ আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধকারী৷ (বুলুগুল মারাম পর্ব ৪ যাকাত, হা: ৬৪৩)

যদি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ কারীদের মর্যাদা সম্পর্কে বলতে চাই, তবে একটি হাদিছ অবশ্যই উল্লেখযোগ্য যে, সাহাবীগণ আল্লাহর রসূল (ﷺ) কে জিজ্ঞস করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! (ﷺ) জিহাদের সমান কোন আমল আছে কী? রসূল (ﷺ) বললেন, তোমরা সে আমল করতে পারবেনা৷ ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রছূলাল্লাহ! কোন আমাল জিহাদের সমপর্যায়ের হবে? রসূল (ﷺ) বললেন, তোমরা সে আমল করতে পারবে না৷ তারপর আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, মুজাহিদ ফী সাবীলিল্লাহর উপমা ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে সারারাত জেগে ইবাদাত করে আর দিনে সিয়াম রাখে৷ সিয়াম আর ইবাদাতে মূহুর্তের জন্যও অলসতা করে না৷ ফিরে আসা পর্যন্ত মুজাহিদদের এ অবস্থা চলে৷ তারপর রসূল (ﷺ) বললেন, তুমি কি পারবে, তোমার মাসজিদে প্রবেশ করে ছলাতে দাড়িয়ে যাবে৷ এক মুহূর্তের জন্যও অলসতা করবে না৷ আর ক্রমাগত সিয়াম রাখবে৷ সিয়াম ভাংবেনা৷ এরপর রসূল (ﷺ) বললেন, কে তা করতে পারবে? এরপর রসূল (ﷺ) বললেন, এটা হলো মুজাহিদদের পুরষ্কার৷ (তাফসীরে সূরা তাওবা, শহীদ ড. আব্দুল্লাহ আযযাম (রহি:) পৃ: ৩৫৭-৩৫৮)

মহান আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের সকলকেই এমন মর্যাদা সম্পূর্ণ মুজাহিদদের সহযোগীতা ও তাদের হক আদায়ের তাওফিক দান করুন৷ আমিন৷

৮. মুসাফিরদের জন্য

‘‘ইবনিছ ছাবীল’’ -এর শাব্দিক অর্থ রাস্তার পূত্র। এর দ্বারা মুসাফির বুঝানো হয়েছে। মুসাফির যদি নিজ গৃহে ধনীও হয়ে থাকে তবুও সফরে সে সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকলে যাকাতের তহবিল থেকে তাকে সাহায্য করা যাবে। কোনো কোনো ফিকাহবিদ এতে শর্ত আরোপ করেছেন যে, তার সফর কোন পাপ বা আল্লাদ্রোহীতার উদ্দেশ্যে হতে পারবে না। তবে ইসলামের আদর্শ ও শিক্ষা থেকে জানা যায় যে, যে লোক সাহায্যে লাভের উপযুক্ত তাকে সাহায্য করার ক্ষেত্রে তার পাপী বা অপরাধী হওয়া কোন বাধা হতে পারে না। বরং পাপী বা নৈতিক অধপতিত লোকদেরকে সংশোধনের এক অতি বড় সুযোগ হলো তার বিপদের সময় তাকে সাহায্য করা। এতে তার নৈতিক সংশোধনের আশা করা যায়। (শব্দে শব্দে আল কুরআন -মাও: হাবিবুর রহমান খন্ড ৫ম প্: ৭০)

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যায়। মহান আল্লাহ তা’য়ালা সেই সকল পথচারী মুসাফিরদের জন্যও যাকাতের একটি অংশ নির্ধারণ করেছন। যারা নিজ এলাকা থেকে সফর করে দূরবর্তী কোন এলাকাতে চলে গেছে। এবং যেখানে তাদের অর্থ ও পাথেয় হারিয়ে গেছে অথবা শেষ হয়ে গেছে। তারা মুসলিম হোক অথবা অমুসলিম হোক। পাপী হোক অথবা নেককার হোক। তাদেরকে তাদের সেই বিপদের সময় তাদের হক বুঝিয়ে দিতে হবে। তবে এক্ষেত্রে অবশ্যই তাকে অবগত করতে হবে, মহান আল্লাহ তা’য়ালার উদারতা ও মহত্ব সম্পর্কে। যেন সে বুঝে মহান আল্লাহ তা’য়ালার পক্ষ থেকেই তার জন্য এটা নির্ধারিত রয়েছে। যাতে সে যেন উপলব্ধি করতে পারে- মহান আল্লাহ তা’য়ালার করুনা ও মহিমা। মহান আল্লাহ তা’য়ালা আমাদের সকলকেই হকদারকে হক সঠিক ভাবে আদায় করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

প্রিয় পাঠকগণ! আমি মহান আল্লাহ তা’য়ালার শুকরিয়া আবারো আদায় করছি যে, তিনি আমাকে যাকাতের ৮টি খাত সর্ম্পকে সংক্ষিপ্ত ভাবে হলেও আলোচনা করার তাওফিক দান করেছেন। মহান আল্লাহ তা’য়ালা যাকাত ব্যয়ের এই ৮টি খাত সর্ম্পকে আলোচনার

পর উল্লেখ করে দিয়েছেন যাকাত আদায়ের জন্য এই ৮টি খাতই আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত৷ তাছাড়া মহান আল্লাহ তা'য়ালা এটাও বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, যেহেতু মহান আল্লাহ তা'য়ালার এই মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন, সেহেতু তিনিই অধিক জ্ঞানী এই মানুষ সম্পর্কে৷ সুতরাং, কোন শ্রেণীর মানুষের কোন জিনিস কতটুকু প্রয়োজন এ ব্যপারে আল্লাহই অধিক জানেন৷ কাজেই আল্লাহ তা'য়ালার জ্ঞানের ভিত্তিতে আল্লাহর পক্ষ থেকেই যাকাতের অর্থ এই আট শ্রেণীর মানুষের জন্য বন্টন করে দিয়েছেন৷ আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, এটা আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত; কারণ আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়৷ (সূরা তাওবাত আ: ৬০ এর শেষ অংশ)

সুতরাং, বান্দাহর এমন কোন শক্তি নেই যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে যা নির্ধারিত হয়েছে তা পরিবর্তন করে, অথবা তা কিছু বাড়তি করে বন্টন করতে পারে৷ যে তা করবে, অবশ্যই সে সীমালঙ্ঘনকারীদের অর্ন্তভূক্ত হবে৷ সুতরাং আপনাদের যাকাত আপনারা ভেবে চিন্তে সঠিক খাতে ব্যয় করুন৷ তা ব্যতিত যাকাত গ্রহণ যোগ্য তো হবেই না; বরং গোনাহগারদের অর্ন্তভূক্ত হতে হবে৷

ভেবে দেখুন

আপনার যাকাতের অর্থ আপনি কাকে দিচ্ছেন? বিগত গোনাহের জন্য আল্লাহ হয় তো আপনাকে ধরবেন না, যা আপনি না জেনে করেছেন৷ কিন্তু আজ যখন আপনি যাকাত ব্যয়ের খাত সম্পর্কে অবগত হয়েছেন তখনও কি সেটাই করবেন? পূর্বে যা করে এসেছেন? ভেবে দেখুন- এই আটটি খাতের মধ্যে যাকাতের অর্থ দিয়ে ইসলামী বই তৈরি করে তা বিতরণের কোন অংশ আছে কী? যাকাতের অর্থ দিয়ে টিভি চ্যানেল চালানোর কোন অংশ আছে কী? অথবা কোন পেপার পত্রিকা? যাকাতের অর্থ দিয়ে মাসজিদ-মাদ্রাসা, ইদগাহ-গোরস্থান কিংবা এ জাতীয় জনকল্যান বা প্রতিষ্ঠান চালানোর জন্য কোন অংশ আছে কী? অথবা মাদরাসার শিক্ষক কিংবা মাদরাসা-মাসজিদের কর্মচারীদের কোন অংশ আছে কী? যদি এ সকল কাজে যাকাতের অর্থ ব্যয়ের কোন খাত না থাকে৷ তবুও

যদি আপনি এ গুলোতেই যাকাতের অর্থ ব্যয় করেন তবে আপনার যাকাত আদায়ের পদ্ধতি আপনার মনগড়া তৈরি করা এ কারণে আপনি গোনাহগার হবেন। কারণ যাকাতের অর্থ ব্যয়ের খাত তৈরির দায়িত্ব আপনাকে তো দূরের কথা স্বয়ং আল্লাহর রসূল (ﷺ) কেও আল্লাহ দেন নাই।

হযরত যিয়াদ ইবনে হারেস ছদরী (রা:) বলেন, আমি একদা আল্লাহর রসূল (ﷺ) এর খেদমতে হাজির হয়ে জানতে পারলাম যে, তিনি তার গোত্রের সাথে যুদ্ধ করার জন্য সৈন্যের একটি দল অচিরেই প্রেরণ করবেন। আমি আরয করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ; আপনি বিরত হোন, আমি দায়িত্ব নিচ্ছি যে, তারা সবাই আপনার আনুগত্য স্বীকার করে এখানে হাজির হবে। অতঃপর আমি স্বগোত্রের কাছে পত্র প্রেরণ করি। পত্র পেয়ে তারা সবাই ইসলাম গ্রহণ করে। এর প্রেক্ষিতে রসূল (ﷺ) আমাকে বলেন, তুমি তোমার গোত্রে একান্ত প্রিয় নেতা। আমি আরয করলাম, এতে আমার কর্তৃত্বের কিছুই নেই। আল্লাহর অনুগ্রহে তারা হিদায়েত লাভ করে মুসলমান হয়েছে। রাবী বলেন, আমি এই বৈঠকে থাকা অবস্থায়ই এক ব্যক্তি এসে রসূল (ﷺ) এর কাছে কিছু সাহায্য প্রার্থনা করল। আল্লাহ রসূল (ﷺ) তাকে জবাব দিলেন, ছদকার বন্টনের দায়িত্ব আল্লাহ নাবী বা অন্য কাউকে দেননি; বরং তিনি নিজেই ছদকা অর্থাৎ যাকাতের ৮টি খাত নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এ ৮ শ্রেণীর কোন একটিতে তুমি শামিল থাকলে দিতে পারি। (কুরতুবী ১৬৮/১, তাফসীরে আরোয়ারুল কুরআন ২য় খন্ড পৃ: ৬১০-৬১১)

যে সমস্ত মালের যাকাত দেয়া ওয়াজিব ও তার নিসাবের পরিমান

১. সোনা, রূপা ও নগদ টাকার যাকাত

মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, যারা সোনা, রূপা জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে না, তাদের কঠিন শাস্তির সংবাদ দাও। (সূরা তাওবাহ আ: ৩৪)

নগদ টাকা, সোনা, রূপা ইত্যাদির যাকাত		
ক. সোনা	**খ. রূপা**	**গ. নগদ টাকা**
২০ দিনার বা ৮৫ গ্রাম ওজনের অর্থাৎ সাড়ে সাত তোলা সোনা হলে তাতে ৪০ ভাগের ১ ভাগ অর্থাৎ, শতকরা আড়াই ভাগ।	এটা যখন ৫৯৫ গ্রাম অর্থাৎ সাড়ে বায়ান্ন তোলা (সাড়ে বায়ান্ন ভরি) হবে তখন শতকরা আড়াই ভাগ যাকাত দিতে হবে।	এটা সোনা বা রূপা যে কোন একটির নিসাব পরিমান নগদ টাকা থাকলেই যাকাত দিতে হবে শতকরা আড়াই ভাগ। উলামাদের ফাতওয়া অনুযায়ী টাকার ক্ষেত্রে স্বর্ণের নিসাবের হিসাব না করে গরীব-মিসকীনের হককে অগ্রাধিকার দিয়ে রূপার নিসাব অনুযায়ী যাকাত প্রদান করাই উত্তম।

২. জমিনের ভিতর হতে যে সমস্ত ফল ও ফসল বের হয় তার যাকাত

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, আর তোমরা ফসলের হক সমূহ আদায় কর। যে দিন ফসল কর্তন কর সেদিনই। (সূরা আনআম আ: ১৪১)

আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, যে ফসল বৃষ্টির পানিতে ও ভূগর্ভস্ত পানিতে উৎপন্ন হয় তার উপর ১০ ভাগের ১ ভাগ যাকাত দিতে হবে। আর যে ফসল সেচের দ্বারা উৎপন্ন হয়

তাতে ২০ ভাগের ১ ভাগ যাকাত দিতে হবে। (ছহীহ বুখারী হা: ১৪৮৩, 'যাকাত' অধ্যায়; মিশকাত হা: ১৭৯৭)

ফসল ও ফলের নিসাব এর পরিমাণ ও যাকাত
পাঁচ ওয়াসাক বা ৬১২ কেজি। যদি সেচ ছাড়াই উৎপাদিত হয় তখন ১০ ভাগের ১ ভাগ যাকাত দিতে হবে। আর সেচ দ্বারা উৎপন্ন হলে ২০ ভাগের ১ ভাগ যাকাত দিতে হবে। (মুসনাদে আহমাদ)

৩. ব্যবসার জিনিসের যাকাত

যে সমস্ত জিনিস ব্যবসা-বানিজ্যের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। যেমন জায়গা-জমিন, খাদ্য পানীয়, লোহা, গাড়ি, কাপড় ইত্যাদি দোকানে ছোট বড় জিনিস যা আছে প্রত্যেক দোকানদারের উপর ওয়াজিব হচ্ছে এসবের তালিকা উত্তমরূপে প্রস্তুত করা। তারপর ঐ হিসাব মত যাকাত আদায় করতে হবে। সাড়ে সাত তোলা খাটি সোনা, অথবা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার দামের পরিমান মাল থাকলে শতকরা আড়াই টাকা হিসাবে যাকাত দিতে হবে।

বি:দ্র: গত বছরের অর্থাৎ ১৪৪১ হিজরী মোতাবেক ২০২০ ইং সালের হিসাব অনুযায়ী (রূপার মূল্য দিলে) ৬০ হাজার নগদ টাকা বা মাল, ঋণ ব্যতীত জমা থাকলে তার শতকরা আড়াই টাকা যাকাত দিতে হবে।

৪. গবাদি পশুর যাকাত

এগুলোর মধ্যে শামিল হবে গরু, ছাগল, উট ইত্যাদি গৃহপালিত পশু। তবে এতে শর্ত হল এগুলো মাঠে চরা পশু হতে হবে অর্থাৎ যে পশুটি নিজে নিজেই মাঠে চরে খাবার উপযোগী হবে এমন পশু হতে হবে। আর তাদের নিসাব পূরণ হতে হবে। যদি তা না হয় যাকাত দিতে হবে না।

গবাদি পশুর সর্বনিম্ন যাকাত		
ক. উট	**খ. গরু**	**গ. ছাগল**
উট এর সর্বনিম্ন পরিমাণ হল ৫টি, এর যাকাত দিতে হবে ১টি ছাগল।	গরু এর সর্বনিম্ন নিসাব হল ৩০টি, এর যাকাত দিতে হবে ১ বছরের ১টি বাছুর।	ছাগল এর সর্বনিম্ন নিসাব হল ৪০টি, এর যাকাত দিতে হবে ১টি ছাগল।
কিন্তু ব্যবসার জন্য যদি তাদের পালন করা হয় তবে তা মাঠেই চড়ানো হোক কিংবা ঘরেই ঘাস খাক তার যাকাত হবে মূল্য হিসাবে।		

পশুর নিসাব ও যাকাত এর বিস্তারিত তালিকা		
গরু ও মহিষের যাকাতের হার	**ছাগল, ভেড়া, মেষের যাকাতের হার**	**উটের যাকাতের হার**
১। ৩০টি হতে ৩৯টি পর্যন্ত হলে ১ বছর বয়সের ১টি গরু।	১। ৪০টি হতে ১২০টি পর্যন্ত হলে ১টি ছাগল, ভেড়া, মেষ।	১। ৫টি হতে ৯টি পর্যন্ত হলে ১টি ছাগল যাকাত দিতে হবে।
২। ৪০টি হতে ৫৯টি পর্যন্ত হলে ২ বছর বয়সের ১টি গরু।	২। ১২১টি হতে ২০০টি পর্যন্ত হলে ২টি ছাগল, ভেড়া, মেষ।	২। ১০টি হতে ১৪টি পর্যন্ত হলে ২টি ছাগল যাকাত দিতে হবে।
৩। ৬০টি হতে ৬৯টি পর্যন্ত হলে ১ বছর বয়সের ২টি গরু।	৩। ২০১টি হতে ৩০০টি পর্যন্ত হলে ৩টি ছাগল, ভেড়া, মেষ।	৩। ১৫টি হতে ১৯টি পর্যন্ত হলে ৩টি ছাগল যাকাত দিতে হবে।
৪। ৭০টি হতে ৭৯টি পর্যন্ত হলে ২ বছর বয়সের ১টি গরু ও ১ বছরের ১টি গরু।	৪। অতঃপর, প্রতি ১০০টির জন্য ১টি করে বাড়বে। (আবু দাউদ)	৪। ২০টি হতে ২৪টি পর্যন্ত হলে ৪টি ছাগল যাকাত দিতে হবে।
৫। ৮০টি হতে ৮৯টি পর্যন্ত হলে ২ বছর বয়সের ২টি গরু।		৫। ২৫টি হতে ৩৫টি পর্যন্ত হলে ১ বছর বয়সের ১টি উটনী যাকাত দিতে হবে।
৬। ৯০টি হতে ৯৯টি পর্যন্ত হলে ১ বছর বয়সের ৩টি গরু।		৬। ৩৬টি হতে ৪৫টি পর্যন্ত হলে ২ বছর বয়সের ১টি উটনী যাকাত দিতে হবে।
৭। ১০০টি হতে ১০৯ টি পর্যন্ত হলে ২ বছর বয়সের ১টি ও ১ বছর বয়সের ২টি গরু।		৭। ৪৫টি হতে ৬০টি পর্যন্ত হলে ৩ বছর বয়সের ১টি উটনী যাকাত দিতে হবে।
৮। ১১০টি হতে ১১৯টি হলে ১ বছর বয়সের ১টা ও ২ বছর বয়সের ২টি গরু।		৮। ৬১টি হতে ৭৫টি পর্যন্ত হলে ৪ বছর বয়সের ১টি উটনী যাকাত দিতে হবে।

৯। মোট কথা প্রতি ৩০টি গরুর জন্য ১টি ১ বছর বয়সের গরু এবং প্রতি ৪০টির জন্য ১টি ২বছর বয়সের গরু যাকাত হিসেবে আদায় করতে হবে।		৯। ৭৬টি হতে ৯০টি পর্যন্ত হলে ২ বছর বয়সের ২টি উটনী যাকাত দিতে হবে।
		১০। ৯১টি হতে ১২০টি পর্যন্ত হলে ৩ বছর বয়সের ২টি উটনী যাকাত দিতে হবে।
		১১। ১২০ এর বেশি হলে প্রতি ৪০টির জন্য ১ টি করে ২ বছর বয়সের উঠনী এবং এর পরে, প্রতি ৫০টি উটে ৪ বছর বয়সের ১টি উঠনী যাকাত দিতে হবে।
(তাওহিদ পাবলিকেশন্স এর ছহীহ বুখারী ২য় খন্ড এর ১৩২ পৃ: এর ৪৯ নং টীকা হতে সংগ্রহকৃত)		

----সমাপ্ত----

আখীরুজ্জামান গবেষণা কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত আরো বইসমুহঃ

১। ইমাম মাহমুদের ঐক্যের ডাক।

২। গাজওয়াতুল হিন্দ এর সংক্ষিপ্ত আলোচনা।

৩। আখীরুজ্জামান গবেষণা ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ।

৪। ইলহামী ভবিষ্যৎবানী (কাসিদা ও আগামী কথন)।

৫। গাজওয়াতুল হিন্দ -কড়া নাড়ছে আপনার দুয়ারে।

৬। কি হয়েছিল সেইদিন? -আবু উমার।

৭। সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ।

পিডিএফ আকারে বইগুলো ডাউনলোডঃ

https://dl.gazwatulhind.com | https://cutt.ly/akhirujjaman

আপনার যাকাতে যাদের হক আছে

হাবীবুল্লাহ মাহমুদ